এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ শিল্প, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক হিংসা ইস্যুতে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট শমীকের

বিধাননগর হাসপাতালের নতুন নাম ঘোষণা শুভেন্দুর ৩

কলকাতা ২ জুলাই ২০২৬ ১৮ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.07.2026, Vol. 20 Issue No.22, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

যুক্তরাষ্ট্র বনাম বসনিয়া
(ভারতীয় সময় ভোর ৫:৩০)

গতকালের ফলাফল

মেক্সিকো -২ ইকুয়েডর- ০

সুরজি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

‘যেখানেই হাত দিচ্ছি, সেখানেই ধ্বংসলীলা’

স্বাস্থ্যের হালে প্রাক্তনকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশার জন্য পূর্ববর্তী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে চিকিৎসকদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্কার, আয়ুষ্মান ভারত, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা এবং ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের আদর্শ, সবকটি বিষয়েই নিজের সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

বক্তৃতার শুরুতেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কিংবদন্তি চিকিৎসক ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত গড়ে তুলতে বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনুসরণীয় বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য চার বিশিষ্ট চিকিৎসক, অধ্যাপক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গীতা গঙ্গোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তা দত্ত এবং অধ্যাপক সুবীর চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের চিকিৎসকরাই বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রকৃত সম্পদ।

এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে সরব হন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে শুভেন্দু বলেন, জ্যোতি বসু একসময় বলেছিলেন, ‘যেখানেই শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানেই দেখছি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় শুরু করে দিয়ে গিয়েছেন।’ সেই প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ আমি অকপটে বলতে পারি, যেখানেই হাত দিচ্ছি, সেখানেই ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি।’

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, হাসপাতাল বা চিকিৎসা পরিষেবায় ধর্ম, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা ‘আমরা-ওরা’র কোনও স্থান হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’, বাণী উদ্ধৃত করে তিনি চিকিৎসকদের মানবিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, বাংলার মেধাবী চিকিৎসকেরা যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশের নামী হাসপাতালে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের রোগীদের কেন চিকিৎসার জন্য ভেলোর, মুম্বই বা চণ্ডীগড়ে ছুটতে হবে? তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা

নারীশক্তির জয়গানে অঙ্গীকার রক্ষার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, প্রথম পর্যায়েই ১ কোটি ১৩ লক্ষেরও বেশি যোগ্য মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসিক ৩ হাজার টাকা সরাসরি পাঠানো শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত, প্রসূতি মায়েদের জন্য নতুন আর্থিক সহায়তা, কর্মসংস্থান ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নারীশক্তিকে প্রণাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সমবেত দেবীশক্তি, না জাগিলে ললনায় বিশ্ব জাগে না।’ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করে সরকার সেই অঙ্গীকার পূরণের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বুধবার দুপুর থেকেই ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৭৮ জনের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছতে শুরু করেছে এবং রাতের মধ্যেই বাকি অনুমোদিত উপভোক্তার অ্যাকাউন্টেও অর্থ জমা হবে। তিনি জানান, আগের সরকারের তুলনায় প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে এবং কোনও যোগ্য উপভোক্তাকে বাদ দেওয়া হবে না।

শুধু মাসিক আর্থিক সহায়তাই নয়, মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিরও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য ‘পিঙ্ক কার্ড’ চালু করা হয়েছে। প্রসূতি মায়েদের জন্য ১০২টি বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের মাতৃ বন্দনা প্রকল্পে ৫ হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য আরও ১৬ হাজার টাকা যোগ করবে। ফলে প্রসূতি মায়েরা মোট ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন।

কর্মসংস্থানেও মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার আশ্বাস দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, এক লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি এবং সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। একই সঙ্গে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মালতী রাভা রায় বলেন, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি, স্থায়ী সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত নন এবং আয়করদাতা নন, এমন মহিলারাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখা হয়েছে।

মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য একটি পৃথক পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

উপভোক্তা নির্বাচনের স্বচ্ছতায় নয়া পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা নির্বাচনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ রাখতে নতুন অনলাইন পোর্টাল চালুর ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বুধবার প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানান, ওই পোর্টালে উপভোক্তাদের নাম প্রকাশ করা হবে। কোনও ব্যক্তি চাইলে সেই তালিকা দেখে দাবি বা আপত্তিও জানাতে পারবেন। মুখ্যসচিবের দাবি, উপভোক্তা নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে থাকছে একাধিক স্তরের যাচাই। অনুসন্ধানকারী আধিকারিকের রিপোর্ট, বয়স, ঠিকানা-সহ সমস্ত তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে রাজনৈতিক প্রভাব বা স্বজনপোষণের অভিযোগের কোনও সুযোগ থাকবে না।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর সময় যেভাবে খসড়া তালিকা প্রকাশ করে দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল, অন্নপূর্ণা যোজনার ক্ষেত্রেও কার্যত সেই ধরনের একটি জন-যাচাই প্রক্রিয়াই চালু করতে চাইছে নবান্ন।

অভিজিৎ খুনের চার্জে নাম পরেশ-স্বপনদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনে চার্জ গঠন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাক্তন বিধায়ক পরেশ পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার, পাপিয়া ঘোষ-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করা হয়েছে। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জগঠন করা হল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার নেয় সিবিআই। সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয়। তাতে মোট ২০ অভিযুক্তের নাম ছিল।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর খুন হন কাঁকুড়গাছির বিজেপি নেতা অভিজিৎ সরকার। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ তোলেন, তাঁকে নৃশংস অত্যাচার করে খুন করা হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ তদন্তে নামে। পুলিশ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার নেয় সিবিআই। সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয়। তাতে মোট ২০ অভিযুক্তের নাম ছিল। গ্রেপ্তার হন কাঁকুড়গাছি থানার তৎকালীন ওসি ও সাব ইন্সপেক্টরও। তাঁদের জামিনের মামলায় আদালত প্রশ্ন তুলেছিল, রক্ষকই ভক্ষক হলে সমাজ চলবে কী করে তা নিয়ে। এদিকে এর পাশাপাশি দীর্ঘ তদন্তে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়েও মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের।

এদিকে এই খুনের ঘটনায় তদন্ত চলাকালীন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের পতন হয়। প্রথম সরকার গঠন করে বিজেপি। আর সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও দুষ্কৃতীকে ছাড়া হবে না। এবার দীর্ঘ তদন্তের পর বুধবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হল।

পুরুলিয়া থেকে ধৃত দেবরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সীর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার পুরুলিয়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে রক্ষাকবচ চেয়ে তিনি এবং অদিতি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শিশুসন্তানের জন্য অদিতিকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু দেবরাজের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

বিধাননগর এলাকায় তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো, জমি দখলের বিবিধ অভিযোগ রয়েছে দেবরাজের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলাতেও তিনি অভিযুক্ত। দেবরাজের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত দু'জনকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। হাইকোর্ট থেকে দেবরাজ এক বার রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার আর তা দেওয়া হয়নি। আদালত জানিয়েছিল, অদিতির চার মাসের শিশুসন্তান রয়েছে। তাই তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে দেবরাজ তা পাবেন না। দম্পতিকে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বিচারপতি। তার পর তোলাবাজি, ভয় দেখানোর অভিযোগে দেবরাজকে গ্রেপ্তার করা হল।

সম্পত্তির হিসাব নয়ছয়ের অভিযোগে দেবরাজ এবং অদিতির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। অভিযোগ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বেনামে এবং আত্মীয়-পরিচিতদের নামে হস্তান্তরিত করেছেন বাজারহাট - গোপালপুরের তৎকালীন বিধায়ক অদিতি এবং তাঁর স্বামী। দেবরাজ নিজে বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। এলাকায় প্রভাবশালী বলেই পরিচিত।

‘আসল’ তৃণমূল কারা, শুনানি আজ

নির্বাচন কমিশনের ডাক পেয়ে দিল্লিতে ঋতপন্থী ১০ সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ ঘিরে টানাপড়েনের মধ্যেই ‘তৃণমূলের দখল’ নিয়ে ঋতব্রতপন্থী এবং কালীঘাটপন্থীদের লড়াই পৌঁছে গেল দিল্লিতে। কে আসল তৃণমূল, জানতে এ বার ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তলব পেয়েই দিল্লি গিয়েছে দুই পক্ষ।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় দিল্লির নির্বাচন সদনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের প্রতিনিধিদের দেখা করতে বলা হয়েছে। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের পরিষদীয় দলের ১০ সদস্য ঋতব্রতের নেতৃত্বে বুধবার বিকেলে দিল্লি গিয়েছেন। তার আগে ঋতব্রত বলেন, ‘আমাদের আজকেই জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দেখা করতে হবে। তাই আমরা যাচ্ছি। নির্বাচন কমিশন কেন ডেকেছে তা প্রকাশ্যে বলা উচিত নয়।’ সূত্রের খবর, ঋতব্রতপন্থীদের সঙ্গে কথা বলার পরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের প্রতিনিধিদেরও ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানতে চাইবে।

দমদম বিমানবন্দরে ঋতব্রত বলেন, ‘আসল-নকল জানি না। আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রস। ২২ জুন আমাদের বিশেষ সেশন হয় এবং তার ভিত্তিতে আমরা সিইও-কে চিঠি দিয়েছিলাম এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে সময় চেয়েছিলাম। তাঁরা সময় দিয়েছেন। কাল বেলা ১২টায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আমাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় দিয়েছেন। কালেক্টিভ লিডারশিপ হিসাবে আমরা ১০ জনের দল যাচ্ছি।’ ঋতব্রত ছাড়াও প্রতিনিধিদলে রয়েছেন, সন্দীপন সাহা, জাভেদ খান, আখরুজ্জামান, অরূপ রায়, শুভাশিস দাস, গোলাম রব্বানি-সহ ১০ জন।

সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দেওয়া চিঠি এবং দিল্লিতে পাঠানো ইমেলে নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে দলের নাম, নির্বাচনী প্রতীক (জোড়াফুল) এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চেয়েছে ঋতব্রত শিবির। যদিও তাঁরা কমিশনের কাছে জোড়াফুল প্রতীক দাবি করেছেন কি না জানতে চাওয়া হলে ঋতব্রতের বলেছিলেন, ‘প্রতীক দাবি করব কেন? দাবি করার কী আছে? দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক আমাদের সঙ্গে। আমরাই তো তৃণমূল।’

অন্য দিকে, দলের অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনের কথা উল্লেখ করে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছিলেন প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে ওই অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ রাখতে বলেছিলেন তিনি। পরে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয় ঋতব্রতের শিবির। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করে। তিনটি অ্যাকাউন্টে জমা থাকা তৃণমূলের ৪৪০ কোটি টাকা আপাতত তোলা যাবে না বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট শিবির। পাশাপাশি, দলের নাম, প্রতীক ভাঁড়িয়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে ঋতব্রত, সন্দীপন, অরূপ রায়, জাভেদ খান, বিপ্লব মিত্রের বিরুদ্ধে কালীঘাট এবং নিউ টাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নেত্রী দোলা সেন।

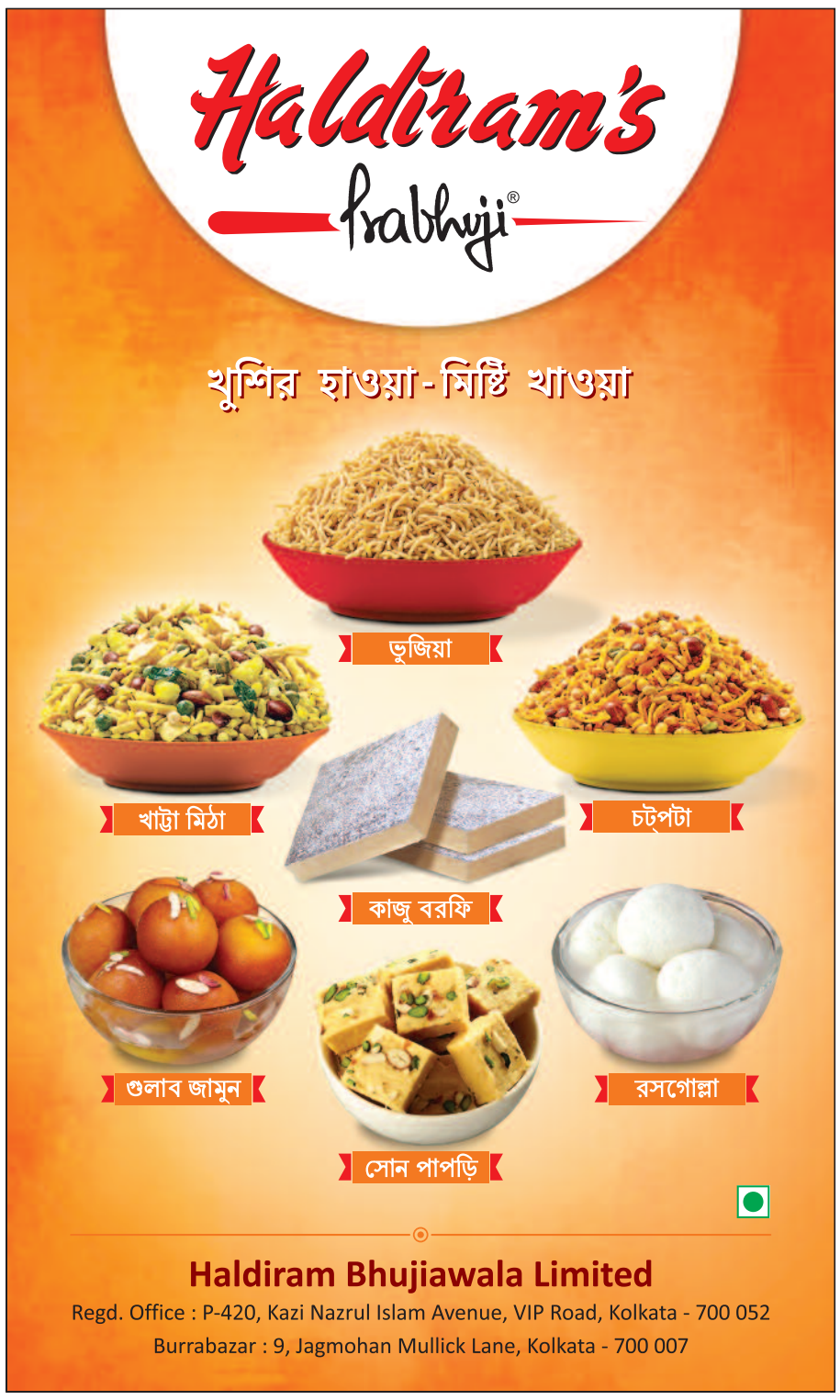

নতুন চেহারায় ফিরছে ঐতিহ্যের ট্রাম

ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঐতিহ্যবাহী ট্রাম পরিষেবাকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের রূপরেখা ঘোষণা করলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। বুধবার মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, ট্রামের পুরনো ৭০টি রুটই বহাল রাখা হবে। তবে যানজট ও দুর্ঘটনা কমাতে এবার থেকে ট্রাম রাস্তার মাঝখান নয়, বাঁ দিক দিয়ে চলবে ।

মন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের সময় রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রাম চলায় যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হতো এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ত। তাই নতুন পরিকল্পনায় ট্রাম চলাচলের নিয়ম বদলানো হচ্ছে। একই সঙ্গে ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার দিকেও নজর দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ট্রাম পরিষেবার সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও জানান অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট পর্যন্ত ট্রাম সংযোগ গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি রাজারহাট-নিউটাউনেও নতুন ট্রাম পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সরকারি সংস্থা রাইটস -এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তবে আপাতত উত্তরবঙ্গে ট্রাম চালুর কোনও পরিকল্পনা নেই।

সরকারি বাস পরিষেবার বর্তমান অবস্থা নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেন পরিবহণমন্ত্রী। তিনি স্বীকার করেন, রাজ্যে সরকারি বাসের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। চার মাস আগে ৬০টি নতুন বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরও ৪৭০টি নতুন সরকারি বাস আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ইলেকট্রিক বাস পরিষেবা প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, নতুন ই-বাস এলেও পর্যাপ্ত চার্জিং পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। পুজোর আগেই প্রয়োজনীয় চার্জিং স্টেশন তৈরির কাজ শেষ হবে বলে তাঁর আশ্বাস। পাশাপাশি, এসি বাসের চালক ও কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেস কোড চালুর বিষয়টিও বিবেচনা করছে সরকার।

শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাসে কাঁকিনাড়া জুটমিল খোলায় খুশি শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ ছিল কাঁকিনাড়া জুটমিল। অভিযোগ, বিগত সরকারের তরফে মিল খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয় নি। নতুন সরকারের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বন্ধ জুটমিলগুলো খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জট কাটিয়ে খুলছে একের পর এক জুটমিল। প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুন কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে জট কাটে। শ্রম মন্ত্রী সেদিন জানিয়ে দেন, পয়লা জুলাই থেকে খুলে যাবে কাঁকিনাড়া জুটমিল। শ্রমমন্ত্রীর কথা মতোই বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে কাঁকিনাড়া জুটমিল। মিল খুলে যাওয়ায় খুশিতে মাতলেন শ্রমিকরা। মিল কর্তৃপক্ষের তরফে মিলের গেটে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। এরপর মিলে উৎপাদন শুরু হবে।

শ্রমিকদের সঙ্গে আনন্দে গা ভাসিয়ে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ভরত যাদব বলেন, শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মিল খুলে গিয়েছে। তিন হাজার শ্রমিক কাজ ফিরে পেলেন। শ্রমিকদের তরফে শ্রমমন্ত্রীকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি জানান, আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। ১৬ জুলাই থেকে মিলে পুরোদমে মিলে উৎপাদন শুরু হবে।

ফলতার 'পুষ্পা'র বিরুদ্ধে জোরদার তদন্ত

বিজেপি নেতার অভিযোগে মিলল ৩৮টি বেআইনি সম্পত্তির হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফলতা: রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি গড়ে তোলার অভিযোগে অবশেষে বড়সড় বিপাকে ফলতার তথাকথিত 'পুষ্পা' তথা প্রভাবশালী নেতা জাহাঙ্গির খান। তাঁর এই লাগামহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফলতার বিজেপি নেতা বিধান পারুই ফলতা থানা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক গোয়েন্দা দপ্তরের (ইডি) কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ সক্রিয় ভাবে তদন্তে নেমে জাহাঙ্গির খান, তাঁর স্ত্রী সারিকা বিবি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নামে থাকা প্রায় ৩৮টি বেআইনি সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট তথ্য উদ্ধার করেছে। জেলা পুলিশ সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিজেপি নেতা বিধান পারুইয়ের বক্তব্য এবং লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৮ই জুন ডায়মন্ড হারবারের এক বাসিন্দার পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের কাছে জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে প্রায় ২০০ কোটি টাকার একটি আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই সময় জেলাশাসক পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিলেও দীর্ঘ চার বছরে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পরবর্তীতে বিধানবাবু নিজে এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশের পরেই গত ২০ মে, ২০২৬ তারিখে সমস্ত নথিপত্র ও প্রমাণ-সহ ফলতা থানা ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে নতুন করে প্রথম তথ্য বিবরণী বা অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বিধানবাবু বলেন, জাহাঙ্গির খান একসময় একজন সামান্য জরি কারিগর হিসেবে কাজ করত। সেখান থেকে ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বেলসিঙ্ঘা গ্রাম পঞ্চায়েরতের প্রধান, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বর্তমানে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার পরই ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর রাতারাতি বিপুল উত্থান ঘটে। ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিয়মিত ৭ থেকে ১২ শতাংশ কাটমানি নেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে, জোরপূর্বক বলপ্রয়োগ করে বিঘার পর বিঘা জমি দখল করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। নিজেকে এই অঞ্চলের অলিখিত 'জমিদার' মনে করা জাহাঙ্গিরের ও তাঁর স্ত্রীর নামে শ্রীরামপুর, বেলসিঙ্ঘা, পশ্চিম দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন মৌজায় ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৮০ থেকে ১০০ বিঘা জমি লুট করার সুনির্দিষ্ট তালিকা ইতিমধ্যেই তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইনি জটিলতা ও যথাযথ নিয়ম না মেনে জোর খাটানোর কারণে এই বিশাল সম্পত্তির দলিল ও রেকর্ডে বহু ভুয়া নথির সন্ধান মিলবে বলেও দাবি করা হচ্ছে।

এদিকে, রাজ্য সরকার সম্প্রতি যে নতুন 'গুণ্ডাদমন বিল' নিয়ে এসেছে, তার পরিপ্রক্ষিতে এই তদন্ত আরও ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই বিলের নিয়ম অনুযায়ী, দোষী প্রমাণিত হলে অপরাধীদের সমস্ত বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নিলাম করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে। বিধান পারুই স্পষ্ট জানিয়েছেন, জাহাঙ্গিরের যে তিনতলা বিলাসবহুল বাড়িটি রয়েছে, সেটিও সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে তৈরি এবং সেটি সহ লুঠের সমস্ত জমি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। বর্তমানে ফলতা থানা ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী আধিকারিকরা এই ঘটনার গভীরে গিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছেন।

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে হাওড়া মুন্সিরহাট শাখা কর্তৃপক্ষ একদম প্রবীণ এবং বিকলাঙ্গ গ্রাহক অনিল রায়কে হাঁটার লাঠি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ওই শাখায় তাঁর নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখা প্রবন্ধক ভাস্কর পাল। অয়ন পাল, ভাস্কর মুখার্জি, বাপ্পা সাঁতরা, দেবাঞ্জন সিং প্রমুখ শাখা কর্মীগণ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবী শ্যামল রায়।

নবনির্বাচিত বিধায়কদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ওম বিড়লার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য দু'দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করছে লোকসভা সচিবালয়। আগামী শুক্র ও শনিবার নিউ টাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার এবং বিধানসভায় যৌথভাবে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধন করবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সমাপনী অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকবেন।

লোকসভা সচিবালয়ের পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসির (প্রাইড) উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার ডেপুটি-চেয়ারম্যান হরিবংশ এবং কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

দু'দিনের কর্মসূচিতে বিধায়কের ভূমিকা, প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য পরিষদীয় রীতিনীতি, বিল, আর্থিক কার্যপ্রণালী ও বাজেট প্রক্রিয়া, বিধায়কদের বিশেষাধিকার, নৈতিকতা এবং জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন (নেভা) নিয়ে একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকছে বলে বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার স্পিকার, সাংসদ এবং সংসদীয় বিশেষজ্ঞরা এই অধিবেশনগুলিতে বক্তা ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ৪ জুলাই বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কক্ষে সমাপনী অধিবেশন হবে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস, কেন্দ্রীয় আইন ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যসভার ডেপুটি-চেয়ারম্যান হরিবংশ এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সমাপনী ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল আরএন রবি।

নাইপার কলকাতার ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

ভারতের রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের অধীনস্থ ঔষধি বিভাগ, ভারত সরকারের অধীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (নাইপার), কলকাতার ১৪তম সমাবর্তন বুধবার সল্টলেক সিটির অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্ট্রাল পার্কে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ, ৪০ মিনিট ব্যাহত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার অফিস ছুটির ব্যস্ত সময়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য বিকেল ৫টা থেকে প্রায় ৪০ মিনিট স্বাভাবিক পরিষেবা চালানো সম্ভব হয়নি বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

বুধবার মেট্রো সূত্রে জানান হয়, এই সময়ে সম্পূর্ণ করিডরে ট্রেন চলাচল বন্ধ না রেখে হাওড়া ময়দান থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত সীমিত

পরিষেবা চালু রাখা হয়েছিল। ফলে সেক্টর ফাইভমুখী এবং সেখান থেকে হাওড়াগামী যাত্রীদের একাংশকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকেল ৫টা ৪১ মিনিট নাগাদ সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হওয়ার পর সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পুরো রুটে স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল ফের শুরু হয়।

তবে ঠিক কী কারণে আচমকা এই রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল, সে বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। যদিও বুধবারের এই ব্যস্ত সময়ে অল্প সময়ের এই বিঘ্নও বহু নিত্যযাত্রীর যাতায়াতে প্রভাব ফেলেছে। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো করিডরে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে পরিকাঠামোর নিয়মিত নজরদারি এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত সমস্যা মেটানো যে কতটা জরুরি, এদিনের ঘটনা তা ফের মনে করিয়ে দিল।

ভাটপাড়া পুরসভার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হলেন হিমাংশু সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হলেন বিদায়ী সিআইসি হিমাংশু সরকার। পূর্বতন বোর্ডের আমলে সরকারি ফান্ডের অপব্যবহার এবং দুর্নীতির তদন্তের জন্যই সরকারের নির্দেশে এই কমিটি গড়া হয়েছে। বুধবার পুরসভায় হাজির হয়ে তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার জানান, সরকারের নির্দেশে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং এবং জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমারের নেতৃত্বে পাঁচজনের কমিটি গড়া হয়েছে। সেই কমিটির চেয়ারপার্সন তিনি নিজেই। তাছাড়া কমিটিতে রয়েছেন পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার, সচিব, অবসরপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডি এন ব্যানার্জি এবং আইনজীবী রমেশ সাউ। হিমাংশু জানান, পুরসভা সচল রাখতে পাঁচজন মিলে গাইড লাইন মেনে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন বোর্ড মানুষের পরিষেবা বঞ্চিত রেখে পরিবারতন্ত্র কায়েম করে রেখেছিল। কর্মচারী থেকে শুরু করে জন প্রতিনিধিরা ঠিকমতো কাজ করতে পারতো না। রাজ্যে পালাবদল হতেই চেয়ারপার্সন-সহ কাউন্সিলারের পদত্যাগ করেন। হিমাংশুর আরও অভিযোগ, চেয়ারপার্সনের দুই ছেলে পুরসভা চালাতেন। পুরসভাকে ওরা

রোজগারের জায়গা বানিয়েছিল। হিমাংশুর দাবি, পুরসভা দুর্নীতির আঁতুরঘর হয়ে উঠেছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে হিমাংশুর অভিযোগ, পুরসভার ভেতরে একজন কর্মচারীকে দুষ্কৃতীরা মারধোর করা হচ্ছিল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনারও তদন্ত করা হবে।

পিএসি-সহ একাধিক হাউস কমিটির নির্বাচন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-সহ একাধিক হাউস কমিটির নির্বাচন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। আগে ৫ জুলাই ভোট হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা সূত্রের খবর, কোনও কমিটিতে মনোনয়নের সংখ্যা নির্ধারিত সদস্যসংখ্যা ছাড়িয়ে গেলে ২১ জুলাই নির্বাচন হতে পারে। বিধানসভায় মোট ১১টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ২০টি হাউস কমিটি রয়েছে। তার মধ্যে পিএসি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নজরদারি কমিটি। এই কমিটিতে চেয়ারম্যান-সহ সর্বাধিক ২০ জন সদস্য থাকতে পারেন। সদস্যসংখ্যার তুলনায় বেশি মনোনয়ন জমা পড়লেই কেবল ভোটের প্রয়োজন হয়। বিধানসভার সাম্প্রতিক ইতিহাসে পিএসি গঠনের জন্য ভোটাভুটির নজির নেই। তবে সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের বিধায়করা, যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, তাঁরা পিএসির জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। সেই কারণেই পরিস্থিতি জটিল হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথাগতভাবে পিএসির চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয় বিরোধী দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের জেরে সেই প্রক্রিয়া এবার অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। ফলে একাধিক কমিটিতে সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশি মনোনয়ন জমা পড়লে ২১ জুলাই নির্বাচন হতে পারে বলে বিধানসভা সূত্রের খবর।

সালংকারা নিবেদিত রবীন্দ্রসন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল সালংকারা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টর্সের রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বে ছিল 'ঋতুরঙ্গ'-ঋতু কী ভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে যায় তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছিল এই ঋতুরঙ্গে। দ্বিতীয় পর্বে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পরিবেশিত হল লাইভ মিউজিকের সঙ্গে। যেখানে শ্যামার ভূমিকায় ছিলেন সালংকারা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টসের কর্ণধার অঙ্কিতা রায়। দেবাশিস রায়চৌধুরী এবং রোহিণী রায়চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনায় লাইভ মিউজিকের সঙ্গে শ্যামা নৃত্যনাট্যের অনবদ্য পরিবেশনা দর্শককে উপহার দিয়েছে সালংকারা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টসের ছাত্রীরা। লাইভ মিউজিকের সঙ্গে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশনা শহর কলকাতায় এখন বিরল, সালংকারার এমন একটি অনুষ্ঠানের নজির রাখল। সালংকারার শতাধিক ছাত্রী সমগ্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বুধবার যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে ৫০০ কিলোওয়াট পিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রাজীব শিকদার পিতা- শ্রী রঞ্জিত শিকদার, সাং+পোঃ- বড় জিয়াকুড়, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া বিগত ইং- ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে ২৯৭০ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে দীপা বিশ্বাস পিতা- নিখিল বিশ্বাস মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তি বিগত ইং- ২৫/০৬/২০১৮ তারিখে কৃষ্ণনগর সদর রেজিষ্ট্রারী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৭৪১ নং দানপত্র দলিলে বিমল বিশ্বাস পিতামৃত সন্ন্যাসী বিশ্বাসের নিকট থেকে, বিগত ইং- ২১/০২/২০১৪ তারিখে শান্তিপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৩০০ নম্বর আমমোক্তারনামা বলে দীপা বিশ্বাস, পিতা- নিখিল বিশ্বাস আমমোক্তার নামা বলে নিযুক্ত করেন মাইক্ষ্যপধ্যা নিবাসী শ্রী সুজিত সরকার পিতা শ্রী নবীন সরকার মহাশয়কে। যাহার তপশীল:- জেলা- নদীয়া, এ.ডি.এস.আর ও থানা- শান্তিপুর, মৌজা- ৪০ নং বড় জিয়াকুড় মৌজায়, এল.আর দাগ নং- ২৭২, এল.আর খতিয়ান- ৫৩৩,- জমি- ০৮ শতক, এল.আর খতিয়ান- ৫৩৪, জমি- ০২.৬৬৬ শতক। আমার মক্কেল মিউটেশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

CHANGE OF NAME

I Bimal Chandra Dhar, s/o Debendra Dejoy Dhar, faith Hindu occupation business, residing at The Modern Guinea House, 85 Bepin Behari Ganguly Street, Bowbazar, Kolkata 700012. Vide affidavit No 2602 dt 30th June 2026, at Judicial Magistrate Court Alipore Kolkata, mentioned that the Bimal Kumar Dhar and Bimal Chandra Dhar is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **FIROZ KHAN** S/O Nasim Khan residing at Amina Khatun Road, P.O. - Garulia, P.S. - Noapara, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743133 do hereby declare vide affidavit serial no. 324 dated 22.06.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my father's actual and correct name is NASIM KHAN which is recorded in my Madhyamik Certificate being no. BO3225-0030, Voter ID Card vide no. XZP0797548 and in my PAN Card no. BUOPK4086M but in my Aadhaar card, my father's name has been recorded as MD NASIM. NASIM KHAN and MD NASIM is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Nur E Aftab ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Zakaria Mandal ও J Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 01/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 33 নং এফিডেভিট বলে আমি Prasenjit Nath S/o. Panna Lal Nath ও Prosenjit Nath S/o. P. L. Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashim Dey ও Asim Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 28/01/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে আমি Siraj Ali Dafadar ও Sk Siraj Ali S/o. Amer Ali Dafadar @ Sk Amed Ali @ Amed Dafadar @ Amer Daphadar, R/o. Nakirapara, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly-712515, W.B., সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/06/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 18524 নং এফিডেভিট বলে আমি Siraj Ali Dafadar, S/o. Amer Dafadar, R/o. Dumurdaha, Balagarh, Hooghly-712515, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amer Dafadar, Amer Ali Dafadar, Amir Ali & Panchu Nikari @ Amir Ali একই ব্যক্তি ও আমার মাতা Bina Bibi & Sakina Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং আমি, আমার পিতা ও মাতার একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী।

গত 12/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7603 নং এফিডেভিড বলে আমি, Rishi Bhakat, S/o. Ashok Kumar Bhakat, R/o. Bantika, Boinchee, Pandua, Hooghly-712134, ঘোষণা করিয়াছি যে, সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসন), ২য় আদালত, হুগলী চুঁচুড়া কোর্টে Pre-emption case bearing no. 9/2014-তে আমার নাম Rishikesh Bhagat @ Rishi লিপিবদ্ধ আছে। আমি Rishi Bhakat ও Rishikesh Bhagat @ Rishi S/o. Ashok Kumar Bhakat, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 14 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Kumar Dutta S/o. Bisweswar Dutta ও Tapan Dutta S/o. B. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15104 নং এফিডেভিট বলে আমি Debabrata Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranjit Kumar Paul ও Ranjit Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে অন্নদা প্রসাদ গুঁই সাহাগঞ্জ কাঁসারিপাড়া নিবাসী এই সম্পত্তি ৫৬৪২/১৯৫৩ সালে DSR-II রেজিস্ট্রিকৃত বণ্টননামা দলিল মূলে প্রাপ্ত হন এবং নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করেন। এরপর তিনি এবং তার স্ত্রী ওই দুজন পরলোকগমন করেন এবং তাহার পুত্র শ্রী শিব শংকর গুইকে ওয়ারিশান রাখিয়া যান। তিনি ওয়ারিশান বলে ১২/০৫/ ১৯৮১ DSR-I- ৩৭৮১/ ১৯৮১ ও ৩৭৮২/ ১৯৮১ DSR-I বরকত আলীকে জমি বিক্রি করেন। এরপর বরকত আলী মৃত্যুমুখ পতিত হন তারপর ১) পুত্র শেখ শুকুর আলী ২) সেক নজর আলী কে ওয়ারিশান রাখিয়া জান। এই দুজন সহোদার ভ্রাতা বিমল কৃষ্ণ নন্দী পিতা ঈশ্বর পিয়ারিমোহন নন্দী কেওটা কালীবাড়ি থানা- হুগলী রেজিস্ট্রিকৃত অফিসে ১১/০৩/১৯৯০ সালে IV- ৪৩/১৯৯০ আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি আমমোক্তার বলে নিতাই দাস পিতা ঈশ্বর কুঞ্জ বিহারী দাস কে ৬/৩/১৯৯৮ সালে DSR-I ১৩১৫/১৯৯৮ ADSR চিনসুরা অফিসে মৌজা- কেওটা ০.০৫ শতক জমি বিক্রি করেন। নিতাই দাস নিজো নামপত্র না করে দেবাশীষ পাল চৌধুরী পিতা গৌতম পাল চৌধুরী কে ৩/৬/২০০৬ সালে ADSR চিনসুরা অফিসে ১ কাঠা ০৮ ছটাক জমি বিক্রি করেন। আমার মক্কেল দেবাশীষ পাল চৌধুরী নিজো নাম প্রত্যয়ন করিবার জন্য মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করেন ইহা থেকে আইন অনুসারে আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারে এক মাসের মধ্যে ব্লক অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে। **তপশিলি**-জেলা সাব-রেজিস্ট্রারিত হুগলী থানা চিনসুরা ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত আর.এস- খতিয়ান ১৯৪৪/১, LR- খতিয়ান-88, RS DAG -৩২২ , LR DAG -২০৭ মৌজা -কেওটা JL- নম্বর ৭ লেআউট প্লট নাম্বার - 3/A. **ইতি- আইনজীবী প্রবীর কুমার রায় আলিপুর জজ কোর্ট**

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। ঝুনু বিসওয়াল এবং ২। নমিতা ঘোষ গত ইং ১৭.১২.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে যথাক্রমে দলিল নং. I 6002/24 এবং I 6001/24 মূলে আমাদের বিক্রেতাগন- ১। শীলা দে, ২। দীপক দে এবং ৩। সুব্রত কুমার দে দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং.IV-45/2021 তারিখ ২৬.০২.২০২১ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা সুরজিৎ দাস এর নিকট হইতে নিম্নলিখিত তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-বল্লভপুর, জে.এল. নং.-১৪, এল.আর. খতিয়ান নং.-২২৪, ৪১২, ৫৪৭, ৮০৫, ৮৬৮, ১২৩২, ১৩৪৮, ১৩৫৪/ ১, ১৩৬৬, ১৪০০, ১৭০৯/ ৩, এল.আর. দাগ-১১৫৯, জমির পরিমান যথাক্রমে ০৮ ছটাক ১৭ ব.ফু. এবং ০৫ ছটাক ৩৪ ব.ফু., জমির শ্রেনী-ডাঙ্গা। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
১। ঝুনু বিসওয়াল
২। নমিতা ঘোষ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী আশাভিন ঠাকুর, পিতা- প্রভিন ঠাকুর, মৌজা-নওয়াপাড়া, হাল দাগ ৫৫৬ ভুক্ত বাগান সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী মদন মোহন ঘোষ (হাটুই) দীগরের নিকট হইতে বিক্রয় কোবালা দলিল নং ৮৯৯৪/ ২০১০ এ প্রাপ্ত হয়েন যাহা ঐ দলিলের বিক্রেতাগণ শ্রী মদন মোহন ঘোষ (হাটুই) দীগর ২৭/ ০৮/ ২০০৯ তারিখে শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৩৯৪/ ২০০৯ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী অনিল দাস, পিতা- কাঞ্জিলাল দাস মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

সৌমদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)
Hooghly District Judges' court

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি পূর্ণিমা শীল, স্বামী- শ্রী বিদ্যুৎ শীল, সাং-ভাতজাংলা বকুলতলা, পোঃ- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, গত ইং ২৫.০১.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I - 1007/2021 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯০ নং পশ্চিম ভাতজাংলা মৌজাস্থিত R.S ৯৯ নং ও L.R ১৩২/১ নং খতিয়ানভুক্ত, R.S ৭৭২ নং ও L.R ১৪১৮ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি দীনেশ সিংহ রায়, পিতা- অনিল সিংহ রায়-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত দীনেশ সিংহ রায় উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১০.০৬.২০২০ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-3470/2020 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে শ্রীমতি শিপ্রা চন্দ, স্বামী- আশীষ চন্দ, সাং কালিপুর, পোঃ- ভাতজাংলা, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। শিপ্রা চন্দ উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৭.০৩.২০১৪ তারিখের I-1976/14 নং বিক্রয় কোবলা দলিল বলে (১) অমিত নাথ, পিতা- সঞ্জয় নাথ ও (২) অমর নাথ রায়, পিতা-রঘু নাথ রায়-এদের নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং এই সম্পত্তি অমিত নাথ ও অমর নাথ রায় গত ইং ১২.০৬.২০১৩ তারিখের একই অফিসের I-5408/13 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে উত্তম কুমার পণ্ডিত, পিতা- সনাতন পন্ডিতের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সমীর রায়, পিতা- ফিজি চন্দ্র রায়, গত ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১৮২৮ নং দক্ষিন মূলে, মৌজা- ছোট কাঁঠালিয়া গ্রামে, এন.আর ৪৩০ নং দাগে এল. আর. ২৪৮ নং খতিয়ানের অন্তর্গত ২ কাঠা ফাউন্টদ্দিন মন্ডলের নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত ফাউন্টদ্দিন মন্ডল ও তন্ময় চ্যাটার্জী'কে ২০২৩ সালে ২৮২৭ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই আমমোক্তার নামা মূলে আমার মক্কেল জমিটি খরিদ করেন। বর্তমানে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে অত্র ঘোষনাপত্র প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সোদপুর পানিহাটী বি.এল.আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

BRIJESH KR, SINGH
Advocate
Barrackpore Cour

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২রা জুলাই, ১৭ই আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ, দিবা ৮১০ গতে দ্বিপাদ দোষ, দিবা ৮৫০ গতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

প্রশাসনকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার না-করার আশ্বাস শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও পেশাদার রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকারি কর্মীদের কোনওভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানো হবে না। একইসঙ্গে অতীতের প্রশাসনিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে জনমুখী ও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি।

বুধবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের ব্যবহার করব না, নির্বাচনে রাজনৈতিক ক্যাডার বানাব না।' তাঁর বক্তব্য, ভয়, চাপ বা অন্য কোনও কারণে অতীতে নীচুতলার একাংশের আধিকারিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি বদলানোর সময় এসেছে। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ও মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আধিকারিকদের জ্যেষ্ঠতা এবং পেশাগত সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই সরকার কাজ করবে। তিনি জানান, কোনও সরকারি কর্মীকে প্রকাশ্যে অপমান করার নীতি তাঁর সরকারের নয়। প্রশাসনের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য।

পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, দীর্ঘদিন প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। এমনকি আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদেরও রাজনৈতিক মঞ্চে ব্যবহার করা হতো বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'কোন কাজ করা উচিত আর কোনটা উচিত নয়, তা আপনারা জানেন। সেই অভিজ্ঞতাকেই আমরা সম্মান করব।'

বৈঠকে প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি আর্থিক অনিয়মের প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বাংলার বাড়ি এবং মিড-ডে মিলের মতো প্রকল্পে অতীতে অনিয়ম হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, দুর্নীতিতে লাগাম টানার ফলেই রাজ্যের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর আরও বার্তা, মানুষের স্বার্থই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক পরিচয় নয়, সাধারণ নাগরিকের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েই কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'এ পক্ষ-ও পক্ষ নয়, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।'

এদিনের বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি সব বিষয়ে অবগত, এমন দাবি করেন না। বরং মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি জানতে আধিকারিকদের মতামত শুনতে চান। তাঁর কথায়, 'আমি অনেকটাই জানি, কিন্তু সবটা জানি না। আপনারা বলবেন, আমি শুনব।' আগামী ছ'মাস পরে ফের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথাও জানান তিনি।

দ্রুত চালু 'পিঙ্ক কার্ড', জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবার এই সুবিধা পেতে চালু হবে 'পিঙ্ক কার্ড'। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অন্নপূর্ণা যোজনার অনুষ্ঠানে এমনটাই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। তবে এবার সেই সুবিধা প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিতে বিশেষ পরিচয়পত্র বা 'পিঙ্ক কার্ড' দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা সরকারি বাসে জিরো ভ্যালু টিকিট মহিলাদের জন্য চালু করেছি। কিন্তু এবার একটা পিঙ্ক কার্ড করে দেব। যাতে যাঁদের সত্যিই এই সুবিধার প্রয়োজন, তাঁরাই সেটা পান।'

তিনি জানান, অনেক সরকারি কর্মচারী মহিলা নিজেরাই সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁদের জন্য এই ভর্তুকি না-রাখা হয়। সেই প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সরকারি কর্মচারী দিদি-বোনেরা বলেছেন, 'আমি টিকিট কাটতে চাই। আমি সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত টাকা পাচ্ছি। আমি বিনামূল্যে অফিস যাত্রা করতে চাই না।' আমি তাঁদের কুর্নিশ জানাই। তাঁরা চান, এই ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তাযুক্ত কর্মসূচি কেবলমাত্র প্রকৃত প্রাপকদের কাছে যাক।'

কারা এই সুবিধা পাবেন, সেই বিষয়েও ইঙ্গিত দেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন , 'ছাত্রীদের কাছে যাক, চা-বাগানের শ্রমিকদের কাছে যাক, চিকিৎসার জন্য গ্রাম থেকে আসা মহিলারা যাতে বিনামূল্যে বাসে যাতায়াত করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্প চালাতে সরকারের বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'পিঙ্ক কার্ড চালু হলে যাঁদের সরকারি বাসে ফ্রিতে যাওয়া প্রয়োজন, তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।'

শিল্প, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক হিংসা ইস্যুতে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার এক অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শিল্প, বিনিয়োগ, রাজনৈতিক হিংসা এবং দলের সাংগঠনিক অবস্থান নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন। নতুন রাজ্য সরকার আসার পর এই রাজ্যের শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বহু এমএসএমই এবং ছোট উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু অনেক উদ্যোক্তারই বাজারে পৌঁছনোর সুযোগ সীমিত। প্রযুক্তি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে তাঁদের দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।' তাঁর দাবি, এই ধরনের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করা গেলে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নিয়েও রাজ্য সরকারের প্রশংসা করেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, 'একসময় শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতি এখন অতীত। নতুন সরকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।' পাশাপাশি রাজনৈতিক রাজ্যের হিংসার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, যাঁরা একসময় অন্যদের ওপর অত্যাচার করতেন, এখন তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রশাসনের দায়িত্ব। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়াও মহিলাদের ওপর হামলার অভিযোগ নিয়েও সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু কোনও মহিলার উপর হামলা হলে বিজেপি তার প্রতিবাদ করবে এবং আইনি ও গণতান্ত্রিক পথে লড়াই চালাবে। এদিন দলের সংগঠন সম্পর্কে কর্মীদের তিনি ফের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, বিজেপির নিজস্ব আদর্শ ও শৃঙ্খলা রয়েছে। অন্য দলের সংস্কৃতি এখানে চলবে না। যারা বিজেপিতে আছেন, যে পদেই থাকুন না কেন, তাঁকে দলের নীতি মেনেই চলতে হবে।

বিধাননগর হাসপাতালের নতুন নাম ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে বিধাননগর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের নাম বদলের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধাননগরের ময়ূখ ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি জানান, এবার থেকে হাসপাতালটির নাম হবে 'ড. বিধানচন্দ্র রায় মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল'। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মজীবনের প্রশংসা করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নগর উন্নয়নের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তিনি।'

এরপরই তিনি পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবার কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, 'সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যেখানেই নজর দিচ্ছি, সেখানেই অব্যবস্থা আর ধ্বংসের চিত্র সামনে আসছে।' রাজ্যের হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাসপাতালের এই বেহাল দশা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমরা-ওরা, পছন্দ-অপছন্দ বা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কোনও স্থান নেই। স্বাস্থ্য দফতরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অবস্থা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, 'মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ভবনের যে অবস্থা ছিল, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এমন ঘটনাও ঘটেছে, যেখানে রোগীর পাশেই অন্য প্রাণী শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এটা কোনও সভ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবি হতে পারে না।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বাংলার চিকিৎসকদের দক্ষতারও প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পৃথিবীর নানা দেশের নামী হাসপাতালে বাঙালি চিকিৎসকরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন। অথচ একসময় এ রাজ্যের চিকিৎসকদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এখন সেই পরিস্থিতি বদলেছে এবং চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বিজেপির 'তৃণমূলিকরণ' হবে না, বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলীয় সংগঠন নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, '৪ মের পর রাজ্যে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা আমরা করেছি। অনেকটাই সফল হয়েছি। সবকিছু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, এমন দাবি করছি না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছি।'

বুধবার ফের দলে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের যোগদান হবে কিনা সেই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, 'বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না। কেউ যদি মনে করে কাউন্সিলর বা পুরসভার চেয়ারম্যান হলেই বিজেপিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যাবেন, তা হবে না। সেই ভাবনায় বালি নয়, পুরো গুড়েই বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হবে।' এদিন শমীকের দাবি, এখনও অনেকেই বিজেপির সাংগঠনিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছেন। তাঁর কথায়, 'অনেকে এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, এটা বিজেপি, তৃণমূল নয়।'

রাজ্য রাজনীতিতে দলবদল এবং নতুন মুখের আগমনের আবহে শমীকের এই মন্তব্যকে বিজেপির অন্দরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে।

কার্যকর নতুন ন্যূনতম মজুরি, রাজ্যের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সুখবর। ১ জুলাই থেকে সংশোধিত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করেছে রাজ্য সরকার। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে শ্রমজীবী মানুষের আয় কিছুটা বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। নতুন মজুরি কাঠামোর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক ও মাসিক বেতন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলেই জানান হয়েছে শ্রম দপ্তর সূত্রে। এই নতুন নিয়ম কার্যকর করতে রাজ্যকে দু'টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত পুরসভা এলাকা, নোটিফায়েড এলাকা, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীন অঞ্চল এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকাগুলিকে 'জোন এ'-এর আওতায় রাখা হয়েছে। রাজ্যের বাকি সমস্ত এলাকা 'জোন বি' হিসেবে গণ্য হবে।

সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কগনিজেন্স নিয়ে বিচারপ্রক্রিয়ার অনুমতি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সুপার সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কগনিজেন্স নিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দিল বর্তমান রাজ্য সরকার। আরজি কর দুর্নীতি মামলায় অবশেষে প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। এদিকে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তরুণীর চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এবার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআইয়ের। আরজি করের ফাইল খুলতেই তদন্ত নতুন করে শুরু হয়েছে। তারপরেই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। এদিকে সূত্রে খবর, বুধবার ইডির বিশেষ আদালতে বর্তমান রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুমতিপত্র জমা দিয়ে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কগনিজেন্স নেওয়ার আবেদন করে ইডি।

প্রশাসনিকস্তরে ব্যাপক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক রদবদল। আর এই রদবদল করা হয়েছে জেলা থেকে আইবি ও সিআইডি স্তরে পুলিশ আধিকারিকদের। নবান্ন সূত্রে খবর, মোট ১৫ জন আইপিএস ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের পুলিশ কর্তাদের বদলি করা হয়েছে। কারও পদোন্নতি, কারও রুটিন বদলি, কারও আবার পুরনো বদলির বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে নতুন দায়িত্ব।

নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আইপিএস অফিসার অঞ্জন চক্রবর্তীর জুন মাসের বদলির নির্দেশে কিছুটা পরিবর্তন করে তাঁকে এফএসএলের আইজিপি পদে পাঠানো হচ্ছে। এতদিন তিনি এসিবির ডিআইজির পদে ছিলেন। আইবির আইজিপি (বর্ডার) করা হয়েছে আইপিএস সুমনজিৎ রায়কে। আইপিএস রশিদ মুনির খানকে হেড কোয়ার্টারের আইজিপি পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতা এসটিএফের ডিসি পদে থাকা আইপিএস প্রদীপকুমার যাদবকে কলকাতার চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডিসি করা হয়েছে। অন্যদিকে ডিসি এসটিএফ করা হয়েছে অম্লান কুসুম ঘোষকে। তিনি হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের নর্থ ডিসি ছিলেন।

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈনকে কলকাতার ডিসি ট্রাফিক করা হয়েছে। হাওড়ার ডিসি সেন্ট্রাল হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী বদলি বাতিল করা হয়েছে। রানাঘাটের এসডিপিও সবিতা গোটিয়ালকে সিআইডির অ্যাডিশনাল এসএস করা হয়েছে। ডব্লিউবিপিএস শৌভনিক মুখোপাধ্যায়কে হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। ডব্লিউবিপিএস অফিসার সন্দীপ সেনকে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) পদে পাঠানো হয়েছে। তিনি খগড়পুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন। আরও এক ডব্লিউবিপিএস শ্যামলকুমার মণ্ডলকে সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) করা হয়েছে।

৭২ ঘণ্টা পুলিশি হেপাজতে থাকায় সাসপেন্ড কালীচরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭২ ঘণ্টার বেশি পুলিশ হেপাজতে থাকার কারণে কলকাতা পুরসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল কালীচরণকে। এরপর আইনি পথে হেঁটে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে তবেই ফের কাজে যোগ দিতে পারবেন তিনি।

তারাতলা বিপর্যয়ের পর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে শোনা গিয়েছিল কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। বিধানসভায় নথি তুলে ধরে ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তাঁর মুখে শোনা যায় কালী নামে এক ব্যক্তির কথা। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ক্যামাক স্ট্রিটের নির্দেশেই পুরসভায় নিয়োগ করা হয়েছিল কালীকে। আর কালী জানে না এমন কোনও বিল্ডিং কলকাতায় নেই। সব বিল্ডিংয়ের অনুমোদন হত ওর কথায়।' এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণকে।

সাইবার প্রতারণায় ভোগান্তি এড়াতে নয়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাইবার প্রতারণায় ভোগান্তি এড়াতে এবং ক্রমবর্ধমান সাইবার প্রতরাণার কথা মাথায় রেখে এবার কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ সমস্ত থানায় সাইবার সহায়তা কেন্দ্র চালু করার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু থানায় এই পরিষেবা চালুও হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতারিতদের সহায়তা দেওয়ার জন্য একজন করে অফিসারও থাকবেন।

এই প্রসঙ্গে লালবাজারের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, কেওয়াইসি আপডেট, বড় বিনিয়োগের টোপ দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে জালিয়াতদের খপ্পরে পড়েন প্রবীণ থেকে নবীনরাও। প্রতারিত ব্যক্তি কোথায় যাবেন, কী ভাবেই বা অভিযোগ দায়ের করবেন, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিতে প্রতি থানায় ২৪ ঘণ্টার সাইবার সহায়তা কেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি থানায় মহিলাদের জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র চালুর কথাও বলা হয়েছে লালবাজারের তরফে। এই কেন্দ্রে সর্বক্ষণ একজন করে মহিলা পুলিশকর্মী থাকবেন।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবসে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীর দিনে রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি সূত্রের দাবি, তাঁর এই সফরে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যে সরকার গঠনের পর হুগলির বলাগড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণ ও সেখানে সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একই দিনে তাঁর ১২৫ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপনের শিলান্যাসও হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, ৬ জুলাই তিন দফায় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম অনুষ্ঠান হবে কলকাতার ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোডে, শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটেতে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যপালদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী রাজারহাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সফরের শেষ পর্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আরও একটি অনুষ্ঠানে তাঁর অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি কর্মসূচিতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সব বিরোধী বিধায়ক এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই রাজ্যে অবহেলিত ছিলেন। অথচ তাঁর জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে থেকে গিয়েছে। যদিও ৪ মের পর এখন পরিস্থিতি বদলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ৬ জুলাই তাঁর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে।'

প্রতীক নয়, দিদির ছবিই যথেষ্ট, কর্মিসভায় বার্তা মমতাপন্থী শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন দলের প্রতীক নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, তখন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল দক্ষিণ কলকাতায় মমতাপন্থী তৃণমূলের কর্মিসভা। বুধবারের এই সভাতে দেখা গেল উলটো ছবি। মহারাষ্ট্র নিবাস হলে আয়োজিত সভায় কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত না-থাকলেও তাঁর অনুগামীদের উৎসাহে কোনও ঘাটতি ছিল না।

বুধবারের এই কর্মিসভার নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই জমায়েতকে মমতাপন্থী শিবিরের শক্তি প্রদর্শন হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। এদিনের সভায় উপস্থিত কর্মীদের একাংশ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের বিরুদ্ধে সরব হন।

কণ্ঠস্বরের নমুনার জন্য ফের তলব অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার জন্য আগামী বুধবার, ৮ জুলাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের তলব করল বিধাননগর আদালত। ওই দিন বেলা ১০টায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে বলে আদালত সূত্রে নির্দেশ। এদিকে মঙ্গলবার এই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ বিষয়ক মামলা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ছেড়ে দিয়েছেন। অভিষেকের অন্য একটি মামলা বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে রয়েছে।

মিউটেশনের নামে দুর্নীতির হদিশ বিধাননগর পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঠগড়ায় খোদ বিধাননগর পুরসভা। অভিযোগ, সল্টলেক ও রাজারহাট এলাকার সাধারণ নাগরিকদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন করে দেওয়ার নামে বছরের পর বছর ধরে তোলা হয়েছে কোটি কোটি টাকার 'লেভি'। প্রসঙ্গত, একটি বহুতলের ফ্ল্যাটের মিউটেশনকে কেন্দ্র করে এই মামলার সূত্রপাত। সরকারি ভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়ন অনুযায়ী আইনি নিয়মে যে ফ্ল্যাটটির মিউটেশন ফি হওয়ার কথা ছিল মাত্র ৩০০ টাকা, সেখানে বিধাননগর পুরসভা ওই ফ্ল্যাট মালিকের কাছ থেকে মিউটেশন করে দেওয়ার নাম করে দাবি করেছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা। পুরসভার এই আকাশছোঁয়া এবং সম্পূর্ণ বেআইনি ফরমানকে চ্যালেঞ্জ করেই শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ভুক্তভোগীরা।

এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এক মামলায় এবার চরম অস্বস্তিতে প্রাক্তন রাজ্য প্রশাসন ও বিধাননগর পুর কর্তৃপক্ষ। বুধবার মামলাটির শুনানিতে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানতে চান, এত বছর ধরে নাগরিকদের কাছ থেকে যে বিপুল টাকা তোলা হয়েছে, তার হিসেব কোথায় সে ব্যাপারে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল আমল থেকে শুরু বিজেপি সরকার, দুই জমানাই হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে লিখিত ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, মিউটেশনের সাধারণ ফির বাইরে এমন অতিরিক্ত লেভি বা সারচার্জ আদায়ের কোনও রকম সরকারি অনুমোদন বা আইনি বৈধতা কখনওই দেওয়া হয়নি। আর এই রিপোর্টের পরেই প্রশ্ন উঠছে,

সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া খোদ সরকারি সংস্থা পুরসভা নাগরিকদের পকেট কাটল কীভাবে তা নিয়েই।

এদিকে আদালতে মামলাকারীর আইনজীবীরা বিভিন্ন সরকারি নথি পেশ করে দাবি করেন, এটি আসলে একটি সুপরিকল্পিত 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, নথিতে দেখা গিয়েছে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে, তৎকালীন মেয়র সব্যসাচী দত্তের আমলে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেখানে যুক্তি দেওয়া হয়, পুরসভার ভাঁড়ারে তীব্র আর্থিক অনটন চলছে, তাই তহবিল বাড়াতে মিউটেশনের ক্ষেত্রে এই বাড়তি টাকা বা 'লেভি' আদায় করা হবে।

আইনজীবীদের এই সওয়াল শুনে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী স্পষ্ট জানান, যেহেতু সরকার এই টাকার অনুমোদন দেয়নি, তাই এত বছর ধরে কত টাকা নাগরিকদের থেকে উসুল করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব আদালতের পাওয়া উচিত। এরপরেই কড়া পদক্ষেপ করে রাজ্য সরকার এবং বিধাননগর পুরসভাকে আগামী মঙ্গলবার এই বাড়তি টাকা আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় মূল নথি ও খাতা নিয়ে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভা ছাড়া রাজ্যের প্রায় সব পুরসভার বিরুদ্ধেই নাগরিকদের বাড়ি, ফ্ল্যাট কিংবা যে কোনও বাণিজ্যিক বা আবাসিক নির্মাণের মিউটেশন সার্টিফিকেটের জন্য এভাবে আইনের বাইরে গিয়ে মোটা টাকা কার্যত 'তোলা' হিসেবে আদায় করার অলিখিত অভিযোগ রয়েছে।আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

জামিন জয়প্রকাশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে শর্ত সাপেক্ষে বাড়ি দখল মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তদন্তে সহযোগিতার জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনা ও কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না জয়প্রকাশ, এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের।

সম্পাদকীয়

গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ‘সেবাশ্রয়’, নাকি দুর্নীতির আঁতুরঘর?

তৃণমূল জমানায় বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে চালু হয়েছিল সেবাশ্রয়। গরিব মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহতী উদ্যোগ। প্রথমে শুধু ডায়মন্ড হারবারে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে তা ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেবাশ্রয়-এ কত গরিন মানুষের কত উপকার হয়েছে, তার প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তৃণমূল আশ্রিত সংবাদমাধ্যমগুলিও। কিন্তু ক্ষমতার পাশা উল্টে যেতেই একের পর কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে লোকে বলছে, এটা সেবাশ্রয় না দুর্নীতির আঁতুরঘর! এতো স্বাস্থ্য শিবিরের নামে গরিব মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা! এমনই অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যেয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই ক্যাম্পে নাকি আধুনিক চিকিৎসার নামে রোগী দেখতেন, ওষুধ দিতেন যারা, তাদের অধিকাংশই নাকি স্বীকৃত ডাক্তারই নয়! তাদের বেশির ভাগই জুনিয়র ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ অথবা আয়ুষ চিকিৎসক। ওই ক্যাম্পেরই এক চিকিৎকের অভিযোগ, এমআরআই, স্ক্যানের নাম করে রোগীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ঘুরপথে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত। আর গোটা কাজটাই করা হত তৃণমূল সেনাপতির নির্দেশে। গরিব, হতদরিদ্র মানুষদের সুবিধার্থে এই কর্মসূচি স্বাভাবিক ভাবেই গোটা রাজ্যে সকলের চোখে তাঁকে ‘হিরো’ করে তুলেছিল। সেই সেবাশ্রয়ের অন্দরেই যে এত দুর্নীতি লুকিয়ে ছিল কে জানত? যতদিন যাচ্ছে। সেবাশ্রয় নিয়ে আরও অভিযোগ সামনে আসছে। কিছুদিন আগেই ডায়মন্ড হারবারের সরিষার হিঞ্চাবেড়িয়া এলাকায় মাটির তলা থেকে মিলেছিল বিপুল পরিমাণ সেবাশ্রয়ের লোগো দেওয়া ওষুধ। কে বা কারা, কেন তা মাটিতে পুঁতেছিল কেউ জানে না। তবে ঘটনার পরম্পরা যেদিকে এগোচ্ছে তাতে সেবাশ্রয়কে কেন্দ্র করে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে এটা প্রমাণিত। তবে এখন রাজ্যে তৃণমূল সরকার নেই। তাই নতুন সরকার এর নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত করবে, এটাই প্রার্থনা।

শব্দছক ২০৬

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. দুগ্ধ ২. বহুশত ৪. সমস্ত ৬. মতের অমিল ৮. দিন ১০. দময়ন্তী-র বিপরীত জন ১১. টোটা-ভরা আগ্নেয়াস্ত্র ১২. বায়ু ১৪. পাকা কাঁকুর ১৬. মদ্য পানকারি ১৭. প্রাপ্তবয়স্ক বালক ১৯. চলনের বেগ ২০. সংসার ২১. চাকতি

ওপর-নিচ: ১. অ-বাংলা ভাষায় শত্রু ২. ব্যাধ ৩. শরৎকালের চাঁদ ৪. সাধু ৫. বাহান্ন কার্ডের খেলা ৭. যে বাজনায় তাল দেওয়া হয় সঙ্গীতে ৯. খাদ্য-শব্জি হিসেবে সাদা রঙের ফুল ১৩. তাপ হরণ করে যা ১৫. বাড়ির আনাচেকানাচে থাকা সরীসৃপ ১৬. সশক ১৭. সমুদ্র ১৮. দীপ

সমাধান ২০৫ — পাশাপাশি: ১. পৃথিবী ৩. কাহিল ৫. জংলা ৬. বসু ৮. কখন ১০. দিন ১২. কবরখানা ১৪. রচেলাপাস ১৬. জল ১৭. সারস ১৯. নীর ২১. জোনাকি ২২. মাদুর ২৩. নকল

ওপর-নিচ: ১. পৃথক ২. বীজন ৩. কালাদিবস ৪. লব ৭. সুমনা ৯. খরুচে ১১. নর ১২. কপালজোর ১৩.ত খাতির ১৪. রজনী ১৫. লাজ ১৭. সাকিন ১৮. সরল ২০. রমা

আজকের দিন

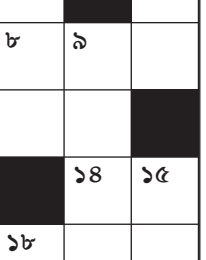

■ **১৯৩৭** — প্রখ্যাত বৈমানিক অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট এবং ফ্রেড নুনান বিশ্ব পরিভ্রমণকালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর নিখোঁজ হয়ে যান।

■ **১৯৪৭** — নিউ মেক্সিকোতে কথিত রসওয়েল ইউএফও দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।

■ **১৯৬৪** — মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি. জনসন ঐতিহাসিক নাগরিক অধিকার আইনে স্বাক্ষর করেন।

জন্মদিন

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা এন মুথুরুথমের জন্মদিন।*

১৯৭০ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজেশ পিএন রাওয়ের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার রাধিকার জন্মদিন।*

রাধিকা

মুক্তবুদ্ধির কণ্ঠস্বর স্বল্পচর্চিত বিস্মৃতপ্রায় এক বঙ্গীয় চিন্তক

শান্তনু রায়

তাঁর ৫৬তম প্রয়াণ বার্ষিকী সম্প্রতি মোটামুটি নীরবে নিঃশব্দে চলে গেল কোন আনুষ্ঠানিকতা বিনাই । অথচ এই মহানগরীতেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল ১৯৭০ এর ১৯শে মে- যে তারিখটি আবার স্মরণীয় হয়েছে আবিশ্বে তার ন' বছর আগের বাংলা ভাষার জন্য প্রথম নারী ভাষাশহিদ সহ এগারোটি তাজা প্রাণের শোণিতে । অস্যার্থে ১৯শে মে-বাঙ্গালির ও বাংলা ভাষার পক্ষে এক পরম গৌরবের-আবার বিষাদেরও দিন বটে ।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা) এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ভুমিষ্ঠ (২৬শে এপ্রিল,১৮৯৪)এই মানুষটি হলেন মুক্তবুদ্ধির পথিকৃৎ কাজী আবদুল ওদুদ। মধ্যবয়স থেকে আমৃত্যু স্বজন পরিজনবিহীন হয়েও স্থায়ী কোলকাতাবাসী ওদুদ ছিলেন, অন্নদাশঙ্কর রায়ের মূল্যায়নে, জাতিতে ভারতীয়,ভাষায় বাঙালি,ধর্মে মুসলমান,জীবনদর্শনে মানবতাবাদী , মতবাদে রামমোহনপন্থি, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থি এবং সামাজিক ধ্যান ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারেল। ঢাকা কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে স্নাতক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর তিনি ১৯২০য় ঢাকায় ফিরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র,দিলীপকুমার রায় আশুতোষ-পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সংস্পর্শে এসে বঙ্গীয় রেনেসাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ওদুদের মধ্যে সঞ্জীবিত দেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মনোভাব প্রবৃত্ত করলো নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষাহীনতা ধর্মান্ধতা রক্ষণশীলতাজনিত তুলনামূলক পশ্চাতগামিতার অচলায়তন দূরীকরণে। বস্তুত যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের পুজারী ওদুদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন উনিশশতকের রেনেসাঁর ধারায় স্নাত বাঙালি হিন্দু সমাজে চিন্তায় ও কর্মে শতাধিক বছর ধরে প্রবহমান বিশ্বধারার তরঙ্গকে অগ্রাহ্য করে বাঙালি মুসলমানের জীবনে সার্থক নবজাগরণ আসতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকেই বছর ছয়ের মধ্যেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর, এবছর যে প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তি। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ওদুদ প্রতিষ্ঠিত শিখা পত্রিকার মূলবাণী ছিল- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ , বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফার মতে কাজী আব্দুল ওদুদ বিশের দশকে ঢাকায় 'শিখা' পত্রিকা এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা বাঙালি মুসলমান সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল।

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে ওদুদ লিখেছিলেন- জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার,আত্মা আনন্দ এ সমস্তের গভীরতায় যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্ধিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ।... কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারাজীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে।

মুসলমানদের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানদের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই - সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে।

অতএব সে অচলায়তন বিদীর্ণ করে 'সম্মোহিত' সমাজের সম্বিত ফেরাতে উদ্যোগী হলেন ওদুদ এবং নিরলস প্রয়াসী থেকেছিলেন চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

যদিও ওদুদের সে ভুমিকা স্ব-সম্প্রদায়ের এক বড় অংশকে রুষ্ট এমনকী সহিংসও করে তুলেছিল-জুটেছিল শারীরিক নিগ্রহ। বস্তুত'শিখা' পত্রিকায় মুক্তচিন্তা বুদ্ধিভিত্তিক রচনার 'অপরাধ'এর জন্য ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় ঢাকার নবাববাড়িতে এক বিচারসভায় তাঁকে হাজির হতে হয়েছিল এবং সেখানে নিগৃহীত হয়ে ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর থেকে আমৃত্যু তাঁর স্থায়ী কোলকাতা বাস। পূর্বেকার অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানে তাঁর মতো যুক্তিবাদী মুক্তমনা মানুষের পক্ষে অসহনীয় ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি দেশভাগের পরেও-প্রধানত আদর্শগত ও রাজনৈতিক কারণে। ফলতঃ বাকী জীবনটা স্বজনদের সঙ্গবিহনে পশ্চিমবঙ্গে যাপন এক রূঢ় বাস্তবতা। বস্তুত বেঁচে থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি যে ফিরতেন কিংবা গেলেও খুব স্বচ্ছন্দ বিঘ্নহীন জীবন কাটাতে পারতেন পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এমনটিও হলফ করে বলা যায় না।

অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন ওদুদের উপর ওই নিগ্রহের চার দশকেরও অধিককাল পরে এবং এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফলে আবির্ভূত নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের মেয়াদ দু'বছর কাটতে না কাটতেই দু'দশক আগে মাতৃভাষার জন্য রাজপথ তরুন রক্তে রঞ্জিত হওয়া সে ভুমে কোন একটি কবিতায় ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া হয়েছে এই অজুহাত তুলে বাংলাদেশের উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও জঙ্গি প্রতিবাদে নামে,যদিও ঐ বিতর্কিত কবিতায় অন্য ধর্মের প্রবর্তকদের উল্লেখও ছিল। ঢাকার এক কলেজশিক্ষক থানায় অভিযোগ করলে বাইশ বছরের তরুণ কবির গ্রেফতার ও কারাবাস তারপর নির্বাসন।যদিও গ্রেফতার হওয়ার আগে দৈনিক সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে সেই তরুণ কবি দাউদ হায়দার কবিতাটি লেখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন তবু প্রাণরক্ষায় তাঁকে বস্তুত এক বস্ত্রে দেশত্যাগ করে কোলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফার মতে কাজী আব্দুল ওদুদ বিশের দশকে ঢাকায় 'শিখা' পত্রিকা এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা বাঙালি মুসলমান সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে ওদুদ লিখেছিলেন- জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার,আত্মা আনন্দ এ সমস্তের গভীরতায় যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্ধিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ।... কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারাজীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে। মুসলমানদের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানদের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই - সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতার চরম দশা বলা যেতে পারে।

অনুবাদও কি তিনি স্বাধীনভাবে করতে পারতেন? না। তাঁর জীবনের কাজ অসমাপ্ত রয়ে যেত পাকিস্তানে গেলে।

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি মূলত গ্রহণ ও বর্জনের হলেও 'শাশ্বত বঙ্গ'এর অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ (১৩৪৮) প্রবন্ধে ওদুদ লিখেছিলেন- দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় মুসলমান আজও ভুগছে একটি মানসিক বিকৃতি থেকে,ইংরেজিতে তাকে বলা হয় Inferiority complex. তারা সংখ্যায় অল্প, প্রভাবে খর্ব এই চেতনা তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছে একটি মানসিক অস্বস্তি। এই মানসিক অস্বস্তির চশমার সাহায্যে জগতকে যথাযথভাবে দেখা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে এ বঙ্গে তুলনামূলকভাবে অনেক মুক্ত উদার এবং তাঁর চিন্তনের অনুকুল পরিবেশে যাপন নির্বিঘ্ন হলেও ওদুদ বিবিধ কারণে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উদাসীনতাও অতিক্রম করতে পারেননি।তাঁর জীবন ছিল নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ ।সে কারণে দীর্ঘ তিন দশক তিনি এ মহানগরে একটানা বাস করলেও এ বঙ্গেও তিনি যে খুব চর্চিত ছিলেন এমন নয়।এরও একটা কারণ হয়ত তিনি এখানে ছিলেন কিঞ্চিৎ আত্মনির্বাসিত-উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত পরিসরেই ছিলেন এক নিঃসঙ্গ বুদ্ধিজীবী।তবে পরবর্তীতে বিশেষত আশির দশকের উপান্তে ওদুদকে নিয়ে বাংলাদেশে চর্চা শুরু হয়। আহমদ ছফার মত সেদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের চর্চায় আসে ওদুদের অবদান। সে সময়ই তিনপুরুষের রাজনীতি গ্রন্থের 'ওদুদনামা' প্রবন্ধে সাহিত্যিক রফিক কায়সার লেখেন-অবশ্য ভাবাদর্শ ও জীবনযাপনের সমন্বয়হীনতার জন্যই ওদুদ সংস্কারক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও হয়েছেন আত্মনির্বাসিত লেখক।

অনেকের মতে ওদুদের রেনেসাঁ আলোচনায় আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবভিত্তিক উপাদান যথাযথ আলোচিত হয়নি-প্রসঙ্গটির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা ছিল না। কিন্তু তাঁর রেনেসাঁস ভাবনায় এবিধ কিছু সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা কিংবা শিবনারায়ন রায়ের রেনেসাঁস ভাবনার থেকে কিঞ্চিৎ পার্থক্য সত্ত্বেও সে ভাবনা-চিন্তার মূল্য লঘু হয় না-কারণ তিনিই মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে পথিকৃৎ যিনি রিভাইভ্যালিজম বা পুনরুজ্জীবনবাদের প্রবল বিপরীত স্রোতের মুখেও দিশা না হারিয়ে 'শাশ্বতবঙ্গ' এর স্বপ্ন দেখে ও দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত ধর্মীয় ভিন্নতাজনিত কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনের আলোচনায়ও যথারীতি বারবার আসে বঙ্কিমের বহুচর্চিত আনন্দমঠ উপন্যাসটি-স্বাভাবিকভাবেই বন্দেমাতরম গানটিও দেড়শ বছর পূর্তির চলতি সময়েও। এমনকি দেশভাগের('বাংলাদেশ বিভাগ')জন্য সবছেড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী ঠাওরানো মান্যজনেরাও অবিরল।

মুক্ত চিন্তক ওদুদ কিন্তু শাশ্বত বঙ্গে লিখেছেন- বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলত জ্ঞানব্রতী মানববন্ধু ; এই দিক থেকে দেখে বলা যায় তাঁর হিন্দুত্ব তাঁর মানবত্ব বোধের একতি নাম মাত্র।

এই অনুধ্যানেই ১৮৭৫ এ 'বন্দেমাতরম' সৃজনকালে এবঙ্গের 'সাতকোটি কণ্ঠের আর দ্বিসপ্তকোটি হাতের মধ্যে অর্ধেকের বেশি কণ্ঠ আর হাতের মালিক মুসলমান-বাঙালি' ছিলেন জ্ঞাত থাকলেও ঐ গানে 'সপ্তকোটি কণ্ঠ- কলকল নিনাদ করালে, দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' ঋষি বঙ্কিমের এই উচ্চারণে কোন অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পাননি-কোনভাবে ব্যথিত বা 'অবাক' হতে পারেননি ওদুদ, যেমনটি হয়ে থাকেন কতিপয় মান্যজন এই একবিংশ শতকের দুটি দশক পার করে এসেও।বরং এই মুক্ত চিন্তকের সুগভীর উপলব্ধিতে ছিল -তিনিই(বঙ্কিমচন্দ্র) মাতৃরূপের প্রথম পুজারী। ... উহাতে (বন্দেমাতরম ও আনন্দমঠ) সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ একান্তই মিথ্যা।উহার মধ্যে জন্মভূমির দিব্যরূপ ও দেশসেবায় সন্তানধর্মের ত্যাগ নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে।... ইহাতে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নয়।

পরিশেষে, সামাজিক পরিসরে মুক্ত চিন্তনের পক্ষে এক নিভৃতচারী কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন ওদুদ। দূর্ভাগ্য, এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে এঁরা প্রান্তিক হয়েই থেকে যান। তাঁদের প্রয়াসে যেমন নিজ সমাজের একাংশের বিরূপতা,তেমনই অনেকক্ষেত্রেই স্বতস্ফূর্ত সমর্থন সক্রিয় প্রণোদনা জোটে না আলোকপ্রাপ্ত পড়শি সমাজের। এমনকি এ বঙ্গভুমেও অনেক বামপন্থা বা প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারীরা আছেন যারা সংখ্যালঘুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে,এঁরা শুধু যে কেবল বিশেষ এক মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত না দেখা/শোনার ভান করেন এবং মুখ ফুটে সত্যটা উচ্চারণ করতে এঁদের অস্বস্তি তা নয় ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত আধুনিক মনষ্ক কোন মুসলমানের বিপদে ও ,তাঁর চিন্তনের/মত প্রকাশের স্বাধীনতার পাশে দাঁড়ান না-সে দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

আরও দুর্ভাগ্য, নিজ সমাজ সম্বন্ধে নির্মোহ আত্মবিশ্লেষন মূল্যায়নে ও সুস্পষ্ট উচ্চারণে অচলায়তন বিদীর্ণকরনের নির্ভীক চিন্তক ওদুদের নিরলস প্রয়াস নিয়ে চর্চা ও আলোচনায় অদ্ভুত এক অনীহা পরিলক্ষিত হয় একুশ শতক্রে এই দু'টি দশক পার করে এসে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর এই শতবার্ষিকীর বছরেও-এবং তা কেবলমাত্র তাঁর সমাজের আলোকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিতদের জনমানসে নয়, 'প্রগতিশীল' দাবি করা সংখ্যাগুরু পরিসরের একাংশেও।

এমনকি ওদুদকে লেখার প্রস্তাবেও একদা 'বামমার্গে'র ঘনিষ্ঠ বলয়ে পরে 'অনুপ্রেরণায়' আপ্লুত দৈনিকের পক্ষ থেকে অনুক্ত কারণে এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতায় বারবার বিভিন্ন অজুহাতে ওদুদ ভিন্ন 'অন্য কোন বিষয়' ভাবার 'পরামর্শে'র আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় বিস্ময় না হলেও কিঞ্চিৎ হতাশা জেগেছিল বই কি।

তবে এই প্রতীতি হয়ত অমূলক বা অন্ধ স্তুতিজাত নয়, প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকেরও অধিককাল আগে ঐ নির্ভীক মুক্তচিন্তকের প্রয়াণ ঘটে থাকলেও যে উপলব্ধিতে মৌলবাদের অচলায়তন বিদীর্ণকরনের প্রয়াস করেছিলেন তিনি সমকালীন আবহে কিঞ্চিৎ প্রান্তিকায়িত হয়েও, সে উপলব্ধির দীপশিখাটি হয়ত সময়ের অভিযাত্রায় প্রাণিত করে চলেছে আবিশ্বের কোনে কোনে বুদ্ধিমুক্তির চিরন্তন অভীপ্সাকে যেমনটি হয়ত করেছিল মাত্র ৫৬ বছর বয়সে সদ্যপ্রয়াত বিশ্বজুড়ে নারী অধিকার, স্বাধীন চিন্তা এবং মানসিক মূল্যবোধের পক্ষে সোচ্চার শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত ইরানি-ফরাসি কার্টুনিস্ট ও আত্মজৈবনিক গ্রাফিক উপন্যাস 'পার্সেপোলিস'খ্যাত প্যারিসবাসী মারজেনা সাত্রাপিকে -যাঁরও স্বদেশত্যাগ করে প্রবাসকে আপন করে নেওয়া চিরঘুমের দেশে যাত্রাপর্যন্ত- স্বদেশের সামাজিক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের এই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের লালনভুমি ছবি ও কবিতার দেশ ফরাসীদেশ হলেও ঋজু শিরদাঁড়ার এই সাহসিকার আকস্মিক চিরস্তব্ধতার প্রেক্ষিতে আরো একবার অনুভবে আসে তাঁরও আত্মদীপন সম্ভব হয়েছিল হয়ত কাজী আব্দুল ওদুদের মত অনুরূপ প্রতীতিতে বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো / সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো-এ দ্যোতনায়।

কৌট-আলকৌট

জ্যোতিবাবু দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন, আমি যেখানেই কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, সেখানেই দেখছি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আগেই তার সূচনা করে দিয়ে গিয়েছেন আর আমি যেখানেই হাত দিচ্ছি, সেখানেই শুধু ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি! এই দুটি ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আমাকে পথ চলতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গ্রিন সিটি প্রকল্পের জটিলতায় বিদ্যুৎহীন স্কুল, দুর্ভোগে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রচণ্ড গরমে বিনা নোটিসে স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় চরম সমস্যায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পুরসভার কয়রাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। জানা গেছে, সোমবার স্কুলে গিয়ে শিক্ষকরা দেখেন বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এই অবস্থাতেই পঠনপাঠন শুরু হয়। কোনওরকমে ট্রাঙ্কের জলে মিডডে মিল চলে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিও স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে বুধবার থেকে প্রয়োজনীয় জল না থাকার কারণে মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যায়।স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী সরকার জানিয়েছেন, সমস্ত বিষয়টি পৌরসভার চেয়ারম্যান, এসডিও ও এসআইকে জানিয়েছেন। পরিমান মতো জল না থাকার কারণে মিডডে মিল চালানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎ ছাড়াই চলছে স্কুল। ১৫ হাজার টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল বাকি থাকার কারণেই বিদ্যুৎ সংযোগ কাটা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশ্ন উঠছে, বিদ্যালয়গুলিতে এই অবস্থা কেন? বিদ্যুৎ নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় বেশ কয়েক বছর আগে থেকে। গ্রিনসিটি প্রকল্পে যে সমস্ত বিদ্যালগুলিতে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়কে জানানো হয়েছিল, স্কুলের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ইলেকট্রিক দপ্তরকে সাপ্লাই করা হবে। স্কুল গুলিকে বিল তো দিতেই হবে না, উল্টে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে স্কুলগুলির আয় বাড়বে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়নি। আর ইলেক্টিক বিলও দেয়নি স্কুলগুলি। আর ফল ভোগ করতে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের। তারা জানায়, গরমে নাভিঃশ্বাস অবস্থা তাদের। এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই তিনি বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানিয়েছেন। মহকুমাশাসক বিদ্যুৎ দপ্তরকে যা নির্দেশ দেওয়ার দিয়েছেন। আজকের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এরপর সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সোনামুখীতে আরও একটি তৃণমূল পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীতে আরও একটি তৃণমূলের পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি, তৃণমূল প্রধান পদত্যাগের পর অনাস্থা এবার এই পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির, সোনামুখী ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি বিজেপির, ৫টি তৃণমূলের হল।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে ছিল, এবার সেই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৮টি আসন। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০টি আসনে তৃণমূল জয়লাভ করে, ৭টি আসনে বিজেপি জয়লাভ করে এবং একটি আসনে সিপিএম জয়লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় তৃণমূল বোর্ড গঠন করে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে। রাজ্যে পালাবদলের পর গত ১৫ জুন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান পদত্যাগ করে। এরপর অন্যান্য সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব আনে। আজ ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন করা হয়। সেখানে বিজেপির ৭ জন ও তৃণমূলের ৩ জন সদস্যের সমর্থনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৭ নম্বর বুথ অর্থাৎ বিদ্যাধরপুর বুথের বিজেপি সদস্য রেখা বাগদি প্রধান নির্বাচিত হয়। বিজেপি এই পঞ্চায়েত দখল করায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জেলা আবিরে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে প্রধানকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেয় কর্মী

সমর্থকেরা। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লক। এই ব্লকে মোট ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬টি পঞ্চায়েত তৃণমূল জয়লাভ করে এবং চারটি পঞ্চায়েতে বিজেপি জয়লাভ করে। বোর্ড গঠনের আগেই কোচডিহি গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন বিজেপি সদস্য তৃণমূলে যোগদান করায় এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে যায়। অর্থাৎ সেই সময় ফিগার ছিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত ৭টি বিজেপির পঞ্চায়েত ৩টি। রাজ্যে পালা বদলের পর এই কোচডিহি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯ জুন আবার বিজেপি দখল করে নেয়। প্রধান পদত্যাগ করার পর বিজেপির প্রধান এই পঞ্চায়েতে বসে। মঙ্গলবার আবার আরও একটি পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে সোনামুখী ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির ৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের।

রাধানগরে ভগ্নপ্রায় বাড়ি ভেঙে জখম ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নেওয়া হয়নি কোনও ব্যবস্থা। আর তারই খেসারত দিতে হল সাধারণ মানুষকে। বর্ধমানের রাধানগর পাড়ায় একটি বহু পুরোনো তিনতলা দালান বাড়ির দেওয়ালের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নিচের রাস্তার দোকানগুলোর ওপর। এই ঘটনায় অন্তত তিন জন পথচারী ও দোকানদার গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাধানগর পাড়ার এই 'লাল বাড়িটি' দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত ভগ্নপ্রায় ও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাড়ির অর্ধেক অংশ আগেই ভেঙে গিয়েছিল, দেওয়াল থেকে অনবরত খসে পড়ছিল চুন-বালি। চারিদিকে গজিয়ে উঠেছে আগাছা ও গাছপালা। ব্যস্ততম এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেপারে আশঙ্কা করে স্থানীয়রা বহুবার বাড়ির মালিককে এটি ভেঙে ফেলার অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি দুদিন আগেও এই বাড়ির একটি ছোট অংশ ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, 'বাড়ির মালিকের চরম উদাসীনতায় কোনও হেলদোল ছিল না। আমরা বারবার মালিককে বলেছি বাড়িটা ভেঙে ফেলতে। দুদিন আগেও একটু অংশ

খসল, তাও ওনার হুঁশ ফেরেনি। আজ এত বড় অঘটন ঘটে গেল!' ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন এক স্থানীয় বাসিন্দা। বেলায় হঠাৎই বিকট শব্দে তিনতলা বাড়িটির ওপরের অংশের একটি বড় দেওয়াল ধসে পড়ে। বাড়ির নিচেই রাস্তার ধারে বেশ কিছু ছোট ছোট দোকান রয়েছে। হুড়মুড়িয়ে পড়া ইটের স্তূপ সটান এসে পড়ে একটি দোকানের ওপর। সেই সময় দোকানে উপস্থিত থাকা মানুষজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন। বড় বড় ইটের আঘাতে তিন জনের মাথা ফেটে রক্তপাত শুরু হয়। উদ্ধারকাজ ও বর্তমান পরিস্থিতি দুর্ঘটনার পরই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা, বিজেপি ৭ নং মণ্ডল সভাপতি, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ও বিজেপি নেতৃত্বের তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই তিন জনকে উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ প্রশাসন। ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপের কারণে কিছুক্ষণের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করেন রাস্তা পরিষ্কার করার। অন্যদিকে পৌরসভার হস্তক্ষেপের দাবি, এই ঘটনার পর রাধানগর পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল এবং আশেপাশে বহু ঘরবাড়ি রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে এই বিপজ্জনক বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে হবে। পৌরসভাকে দ্রুত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। পৌরসভার নির্দেশিকা মেনে অবিলম্বে যাতে এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু হয়, তার জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছেন রাধানগরের আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

জামুড়িয়ার ত্রাস প্রেমপাল সিংয়ের অফিসে পুলিশি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: যার মুখ থেকে এক সময় শোনা গিয়েছিল 'মন্ত্রী আমি বানাই', এমনকি যার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য ভরা জনসভা থেকে স্বয়ং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্কবাণী শানিয়ে গিয়েছিলেন, সেই প্রেমপাল সিং-এর পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বহুলা এলাকায় অবস্থিত অফিসে হঠাৎই পুলিশি অভিযান দেখা গেল। বুধবার যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে, যদিও কি কারণে প্রশাসনের এই অভিযান তা এখনও পর্যন্ত অজানা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া, যে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল। বিধায়ক হন হরে রাম সিং। তারই সুযোগ্য পুত্র প্রেমপাল সিং। বিগত পাঁচ বছরে জামুরিয়ায় তৃণমূলী শাসনে হরেরাম সিংকে তাঁর পুত্রের একাধিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের জন্য বহুবার বিপাকে পড়তে হয়েছিল। এমনকি দলের অন্দরেও বিধায়ক পুত্রকে নিয়ে সেই সময় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল। এলাকায় প্রেমপালের ঔদ্ধত্য এতটাই সীমাহীন হয়ে পড়েছিল যে ভরা জনসভা থেকে একবার সরাসরি তাঁর পিতা তথা তৎকালীন বিধায়ক হরেরাম সিংকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন। তবে এত কিছুর পরও , এবারের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত জামুড়িয়ায় ত্রাস হিসেবে পরিচিত ছিল হরেরামের ছেলে প্রেমপাল। ইতি অবসরে নির্বাচনে রাজ্যে সরকারের পালা বদল হয়। ভরাডুবি ঘটে তৃণমূল কংগ্রেসের। ঠিক তারপর থেকেই আজ পর্যন্ত হরেরাম সিংকে যদিও বা কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও, এলাকায় আর দেখা মেলেনি তার পুত্র প্রেমপাল সিংকে। কিন্তু বুধবার হঠাৎই পুলিশি অভিযান প্রেমপাল সিংকে নতুন করে চর্চায় এনেছে।

টাকি পর্যটন কেন্দ্রের অবৈধ নির্মাণ ভাঙা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: নানান টানাপোড়েনের পর অবশেষে আর্থ মুভার দিয়ে ভাঙা শুরু হল পর্যটন কেন্দ্র টাকির ইছামতি নদীর ধারে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা গেস্ট হাউস। নির্দেশ মত নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হওয়ার পরে বুধবার থেকে টাকি ইছামতি নদীর ধারে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা যেকটি গেস্ট হাউজে ছিল তার মধ্যে সিটি গেস্ট হাউস ও দিশা গেস্ট হাউস এই দুটো গেস্ট হাউস ভাঙার কথা ছিল। সেইমতো এদিন সিটি গেস্ট হাউস

ভাঙার কাজ শুরু হল। দিশা গেস্ট হাউস তার মালপত্র সরানোর জন্য টাকি পুরসভার কাছে আবেদন করেছিল তিন দিনের সময় দেওয়ার। সেই কারণে এদিন দিশা গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু হয়নি। কিন্তু নিজেরা তাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র বের করার কাজ শুরু করেছে এবং খোলা শুরু করেছে। এদিন সিটি গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু হতেই বহু মানুষ ভীড় জমায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, ম্যাজিস্ট্রেট, পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে টাকি পুরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ মুখার্জি, তিন বছর ধরে কেস চলছিল। তার পর আদালত নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশের পর পুরসভা অবৈধ নির্মান চিহ্নিত করে ভাঙার নোটিশ দিয়েছিল। সেই নোটিশ মতনই ভাঙার কাজ হয়েছে। এই কাজ চলবে বলে জানান পুরপ্রধান।

অভিনব ভাবে বিধান রায়কে স্মরণ এক 'নেশা' চিকিৎসকের

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: না। উনি কোনও চিকিৎসক নন। নিজেকে চিকিৎসক বলে দাবিও করেন না। বরং বলা ভালো গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যপরিষেবক হিসেবে তিনি ৩০ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন নেশার তাগিদে। রুটি রুজির পেশাটা ছিল শিক্ষকতা। আর নেশাটা ছিল গ্রামের আলপথ ধরে সাইকেলে চেপে ঘুরে ঘুরে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে নিজের জ্ঞানমত টুকটাক পরিষেবা দেওয়া। এর জন্য অবশ্য কোন টাকা কড়ির দাবি করেননি কখনও। বলা ভালো চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান মত পরিষেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই তার নেশা। হাওড়ার বাগনানের দেউল গ্রামের বাসিন্দা মধুসূদন বাগ তাই আজও খাঁড়া, ছিলামপুর, দেউলগ্রাম, বাকসি এলাকার মধু ডাক্তার নামে পরিচিত। মধুবাবুর কথা অনুযায়ী, 'একটা সময় তিনি

চিকিৎসা সংক্রান্ত টুকটাক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যৌবনে সেই প্রশিক্ষণকে সম্বল করে মানুষকে টুকটাক চিকিৎসা করতে থাকেন। তারপর থেকে এটাই তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই যান সঙ্গে রাখেন একটি ছোট ব্যাগ। যাতে ঢাকা থাকে পেশার মাপার যন্ত্র, সরবিট্রেট, প্যারাসিটামল সহ কয়েকটি জরুরি ওষুধ। প্রাথমিক চিকিৎসা টুকু রাস্তায় বিপদে পড়া মানুষকে তিনি দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করে এই ব্যাগ তিনি সঙ্গে রাখেন। বুধবার জাতীয় চিকিৎসক দিবসে অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে এ হেন গ্রামীন চিকিৎসা পরিষেবক মধুসূদন বাগকে দেখা গেল কখনো ইটের ভাটায়, কখনো বাজারে, কখনো বাসস্ট্যান্ডে মানুষের পেশার মাপতে, উপযুক্ত ওষুধ, পরামর্শ দিতে। আর এ হেন মধু বাবুকে ডেকে সম্মান জানালো একটি সংস্থা। যা রীতিমতো ব্যতিক্রম। সমাজসেবিকা কেয়া চক্রবর্তী জানান, 'এই উদ্যোগ রীতিমতো অনুপ্রেরণা জোগায়। তাই ওনাকে কুর্ণিশ জানালাম।' বলাই বাহুল্য মধু বাবুর এই ভাবে বিধান চন্দ্র রায়কে স্মরণে মুগ্ধ এলাকার মানুষ।

ATHENA B.ED. COLLEGE
Churamanipur, Sonamukhi
Bankura
M -9064085686, 9564816995

Require for the post of Principal & Asst. Professor for the following subjects: Principal, Foundation Course, Bengali, Life Science, Mathematics, History, English, Music and Physical Education

Qualification as per NCTE Norms.

Send CV to College Mail ID:-
athenabedcollege12@gmail.com
within 5(five)days.

PRESIDENT
ATHENA B.ED. COLLEGE

নোটিশ
কলকাতাস্থ সিটি সিভিল কোর্টে
মহামান্য ৫ম বেঞ্চ মিস সমীপে
কেস নং ৩২১১-২০১৭ সালের
উদ্ভূত
মানি স্যুট নং ৪৪৪-২০১৩ সালের থেকে

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,
পার্ক স্ট্রিট শাখা, ১২-বি, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা : পার্ক স্ট্রিট,
এবং স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, রিকভারি শাখা সাধারণভাবে 'এসএআরবি' 'কাঙ্কারিয়া সেন্টার', ২/১, রাসেল স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১।
... আবেদনকারী

বনাম

১. শ্রী রমেশ কুমার রাম,
স্বত্বাধিকারী হিসেবে মেসার্স নিউ আইটেমস, ১৫, জওহরলাল নেহরু রোড, শ্রীরাম মার্কেট, ৪র্থ তল, দোকান নং ৫৪০, কলকাতা- ৭০০০১৩ ঠিকানা থেকে ব্যবসা পরিচালনা করেন, এবং নিবাস -৭১, বন বিহারী বোস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১।
২. শ্রী অজেশ সিং,
৪৩/১, ধর্মতলা রোড, ফ্ল্যাট নং ৯, হাওড়া-৭১১১০২।
...বিবাদী

প্রতি
২. শ্রী অজেশ সিং,
৪৩/১, ধর্মতলা রোড, ফ্ল্যাট নং ৯, হাওড়া-৭১১১০২।

যেহেতু আবেদনকারী এক মিস কেস ৯.১১.২০১৭ তারিখে আপনার বিরুদ্ধে দায়ের করেছেন ১৫.০৬.২০১৭ তারিখের খারিজ নির্দেশ বাতিল করার জন্য এবং অন্যান্য সমাধানের জন্য, আপনাদের এতদ্বারা স্বয়ং বা আইনজীবী মারফত যথাযথভাবে নির্দেশিতভাবে লিখিত বক্তব্য পেশ করতে এবং সমুদয় নথি এবং সম্পর্কিত মামলার সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রয়োজনে উত্তরদানে সক্ষম ব্যক্তিগণকে সঙ্গে নিয়ে ০৪.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন উল্লিখিত মামলার সংশ্লিষ্ট তারিখে হাজিরায় ব্যর্থ হলে একতরফাভাবে শুনানি এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬

আদেশক্রমে
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার,
সিটি সিভিল কোর্ট কলকাতা

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন ডিরেক্টরেট, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

ব্লুচিপ গুডস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ১০, বেলভেদারে রোড, অমরজ্যোতি বিল্ডিং ফ্ল্যাট ৬ডি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২৭ সম্পর্কিত

... **আবেদনকারী**

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সোমবার ১১ মে ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

ব্লুচিপ গুডস প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা : ১০, বেলভেদারে রোড, অমরজ্যোতি বিল্ডিং ফ্ল্যাট ৬ডি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২৭

ব্লুচিপ গুডস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
রাজেশ গুপ্তা
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ০১.০৭.২০২৬ ডিন : ০০৫০৯০৩২

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড
শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/92/2024 **15.05.2026**
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
রতন কুমার ব্যানার্জি

প্রতি
(সিডি ১) রতন কুমার ব্যানার্জি
পিতা প্রয়াত জে এম ব্যানার্জি, কোয়ার্টার নং এসবি ১১২, ব্লক ৯, পো - ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট, থানা - ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২১২
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/597/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৪৬৩৮৩০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তেষট্টি হাজার আটশ তিরিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১২.৮০** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০১.০২.২০১৬** থেকে কার্যকর মতে সমুদয় শুল্ক **১৭০০০ (সতের হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৩.০৭.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১৫.০৫.২০২৬**
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড
শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/203/2025 **19.06.2026**
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মেসার্স নিউ তাজ ব্রিক ফিল্ড এবং অন্যান্য

প্রতি
১. শ্রী লুৎফুর রহমান,
পিতা শ্রী হাবিবুর রহমান, স্বত্বাধিকারী মেসার্স নিউ তাজ ব্রিক ফিল্ড, গ্রাম এবং পো : নওপুকুরিয়া, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩ ,পশ্চিমবঙ্গ।
২. শ্রীমতি বিলকিস বেগম,
স্বামী শ্রী লুৎফুর রহমান, গ্রাম এবং পো : নওপুকুরিয়া, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩ ,পশ্চিমবঙ্গ।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/57/2024** অনুযায়ী পরিমাণ **৩১৩৭৩৯৪.৭৬ টাকা (একত্রিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ৮.৮০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২০.১২.২০২৩** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৪০০০ (চৌত্রিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৩.০৮.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১৯.০৬.২০২৬**
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম উইন ৬ (দ্রষ্টব্য রুল ৭)
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ,
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি আবেদন নং ১৬৮-২০২৩

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন বিয়য় সম্পর্কিত
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২ অধীনে একটি আবেদন
এবং
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক; যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ সম্পর্কিত।
.... আবেদনকারী
এবং
ভগবতী ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2012PTC172129), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানাবলি অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ সম্পর্কিত।
.... কোম্পানি

আবেদনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন এনসিএলটি কলকাতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। আবেদনকারী হিসেবে এই আবেদনটি পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। আবেদনটি পেশ করার তারিখ ছিল **১৪ মে, ২০২৬** এবং ট্রাইব্যুনালে এর শুনানির তারিখ **১৭ জুলাই, ২০২৬** তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে নিজের বা তাঁর প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা-সহ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। এই নোটিশটি শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সময় সশরীরে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত ফি বা মাশুল প্রদানের সাপেক্ষে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনো পাওনাদার বা অংশীদারকে আবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন। আবেদনের বিরোধিতায় কোনো হলফনামা ব্যবহার করতে চাইলে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তারিখ : ২ জুলাই, ২০২৬

রাহুল সরকার (কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী,
আবেদনকারীর পক্ষে)
১২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ফর্ম উইন ৬ (দ্রষ্টব্য রুল ৭)
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ,
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি আবেদন নং ১৪৪-২০২১

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন বিয়য় সম্পর্কিত
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২ অধীনে একটি আবেদন
এবং
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক; যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ সম্পর্কিত।
.... আবেদনকারী
এবং
অ্যাক্সেস মাল্টি ডেভলপার্স লিমিটেড (CIN : U45400WB2008PLC123917), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানাবলি অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় এমএস ২৯/০৭, উর্বশী মলহার ফেজ - ২ সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, দুর্গাপুর, কলকাতা - ৭১৩২১৬ সম্পর্কিত।
.... কোম্পানি

আবেদনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন এনসিএলটি কলকাতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। আবেদনকারী হিসেবে এই আবেদনটি পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-I, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় 'কর্পোরেট ভবন', ৫ম তল, প্লট নং- III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। আবেদনটি পেশ করার তারিখ ছিল **১০ এপ্রিল, ২০২৬** এবং ট্রাইব্যুনালে এর শুনানির তারিখ **১৩ আগস্ট, ২০২৬** তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কোনো অংশীদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদেশ প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে নিজের বা তাঁর প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা-সহ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে। এই নোটিশটি শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সময় সশরীরে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত ফি বা মাশুল প্রদানের সাপেক্ষে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনো পাওনাদার বা অংশীদারকে আবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন। আবেদনের বিরোধিতায় কোনো হলফনামা ব্যবহার করতে চাইলে তা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং শুনানির নির্ধারিত তারিখের অন্তত পাঁচ দিন আগে তার একটি অনুলিপি আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তারিখ : ২ জুলাই, ২০২৬

অজয় চৌবে (কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী,
আবেদনকারীর পক্ষে)
৫, কে এস রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

EXIT OFFER FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL SHAREHOLDERS OF
JAIN TUBE COMPANY LIMITED
Corporate Identity Number: U25111DL1964PLC004235
Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar,Delhi-110096, India
Telephone No.: +91 7428860315;
Website: www.jaintubes.in; **E-mail ID:** jaintubes.india@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement (**"Exit Offer PA"**) is being issued in continuation to the earlier announcement made on April 4, 2025, July 01, 2025, October 05, 2025, January 07, 2026 and April 02, 2026 with regard to the Voluntary Delisting of Jain Tube Company Limited (**"Company"**) from The Calcutta Stock Exchange of India Limited (**"CSE"**), intimating about the Exit Offer being given to the remaining Public Shareholders (**"Residual Shareholders"**) who continue to hold Equity Shares after the Delisting offer and wish to tender their equity shares to the Acquirers at an exit price of Rs 541/- per Equity Share (**"Exit price"**) from Thursday, January 16, 2025 to Friday, January 15, 2027 (**"Exit Window"**). The Exit Letter of Offer along with the exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) is being sent to the Residual Shareholders on 02.07.2026. The payment shall be made on a monthly basis, within 10 working days from the end of the relevant calendar month in which the Exit Application Form has been received from the Acquirer (**"Monthly Payment Cycle"**).
Kindly access the Exit Letter of Offer along with the exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) from the website of the Company at www.jaintubes.in, website of the Registrar at www.alankit.com and website of the Manager to the Offer at www.corporateprofessionals.com or scan the below link:

(Please scan this QR code for reading the Exit Letter of Offer)

In case of any further details or query, you may contact the Manager to the Exit Offer or Registrar to the exit offer as per the details specified below:

Manager to the Exit Offer	Registrar to the Exit Offer
CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED D-28, South Extension Part-1, New Delhi – 110049, India **Contact Person:** Ms. Anjali Aggarwal **Telephone:** 011-40622230/40622209; **Email:** mb@indiacp.com **Website:** www.corporateprofessionals.com **SEBI Registration No.:** INM000011435 **Validity Period:** Permanent **CIN:** U74899DL2000PTC104508	**ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED** 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India **Contact Person:** Mr. Virender Sharma **Telephone:** +91 8929955302 **Email:** virenders@alankit.com **Website:** www.alankit.com **SEBI Registration No.:** INR000002532 **Validity Period:** Permanent **Corporate Identity Number:** U74210DL1991PLC042569

For Acquirers
Sd/- **Sd/-**
Sushil Jain **Ishaan Jain**
Acquirer 1 **Acquirer 2**

Place: New Delhi
Date: July 01, 2026

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সোমেন চ্যাটার্জি** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,০৮,০৮৩ টাকা ইউসিআই সহ (নয় লাখ আট হাজার তিরাশি টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুন ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৯,০৮,০৮৩ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত **মৌজা - পাঁচাল, পাঁচাল গ্রাম পঞ্চায়েত,** জেএল নং **১৬৪,** এলআর খতিয়ান নং **১৮২২,** দাগ নং ৬৩৪, এরিয়া **-০.০২ একর, বাস্তু জমি,** জেলা : বাঁকুড়া পিন -৭২২১৫৭।
চৌহদ্দি : উত্তরে : অমিয় চ্যাটার্জির খালি জমি। দক্ষিণে : সড়ক পরে হরি দে চ্যাটার্জি। পূর্বে : প্রয়াত সত্যকিঙ্কর মুখার্জির ভবন। পশ্চিমে : হরিন্ময় চ্যাটার্জির ভবন।

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ স্থান : পাঁচাল **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

গান্ধির মূর্তির মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে! কাটোয়ায় জাতির জনককে অসম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গান্ধী মূর্তির মুখ ঢাকা রয়েছে কালো কাপড়ে। জাতির জনকের মুখ-সহ হাতও বাঁধা রয়েছে কালো কাপড়ে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়াব মূর্তিতে কালো কাপড় বেঁধে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে। কাটোয়া স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় অবস্থিত গান্ধী মূর্তির মুখ ও হাত বাঁধা রয়েছে কালো কাপড়ে, সকালে এমনই দৃশ্য দেখে হতবাক এলাকার মানুষ।এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে কাটোয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাপড় সরিয়ে দেয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় আসেন। সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ তাঁদের নজরে আসে, মহাত্মা

গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির মুখ ও হাত কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা রয়েছে। বিষয়টি দেখে তাঁরা বিস্মিত হন এবং দ্রুত কাটোয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ পৌঁছে মূর্তি থেকে কাপড় সরিয়ে দেয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পথচলতি নাগরিকদের ভিড় জমে যায়। জাতির জনকের মূর্তির সঙ্গে এমন আচরণে তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দোষীদের দ্রুত শণাক্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। স্থানীয়দের বক্তব্য, 'মহাত্মা গান্ধী দেশের জাতির জনক। তাঁর মূর্তির সঙ্গে এমন অবমাননাকর আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করুক।' স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, 'কাটোয়ার মতো শহরে এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। জাতির জনকের সম্মান বজায় রাখা সকলের দায়িত্ব। প্রশাসন দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।' জানা গিয়েছে, ১৯৯৮ সালের ৫ অগাস্ট কাটোয়া পুরসভার উদ্যোগে স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় মহাত্মা গান্ধীর এই মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতি বছর গান্ধী জয়ন্তী-সহ বিভিন্ন বিশেষ দিনে এখানে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তির আশপাশে যে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। কাটোয়া থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনা প্রকাশে আসতেই শহরের বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সাধারণ মানুষের দাবি, জাতীয় ঐতিহ্য ও মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের এমন ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

চাঁচলে চোর সন্দেহে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে খুন প্রৌঢ়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চোর সন্দেহে এক প্রৌঢ়কে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল চাঁচলে। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মিথ্যাভাবে এই চোর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাত আড়াইটা নাগাদ জালালপুর এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের পর মালতিপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃতের স্ত্রী নুরজাহান বিবি তাঁর স্বামীর সাতজন বন্ধুর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে পুলিশ নুরুল ইসলাম এবং নাসিম আক্তার নামে দুইজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম এনামুল হক (৫৫)। তিনি ছোটখাটো পোশাক ব্যবসায়ী। বিভিন্ন হাটে তিনি জামা কাপড় ফেরি করেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নুরুল ইসলামেরা কয়েকজন মিলে এনামুলকে পিকনিকের কথা বলে ডেকে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে একটি ফাঁকা জায়গায় পিকনিক চলছিল। এরপর রাত আড়াইটা নাগাদ আচমকায় পুলিশ মারফত পরিবারের লোকেরা জানতে পারে এনামুলের মৃত্যু হয়েছে। আর তাতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। মৃতের এক আত্মীয় তারিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'মধ্যরাতে এনামুলকে ওই পিকনিকের জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটিতে তার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সেখানেও দম ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নাকি চোর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ও কার বাড়িতে অথবা কোন জিনিস চুরি করেছে তার কোনও তথ্যই কেউ জানাতে পারে নি। আমাদের ধারণা যারা পিকনিক করতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তারাই পুরনো কোনও শত্রুতা অথবা ব্যবসায়ীক বিষয়কে কেন্দ্র করেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মারধর করেছে। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে এনামুলের। এখন সেই খুনের ঘটনার গল্প সাজাতেই চোর অপবাদ দিয়েই অভিযুক্তরা বাঁচার চেষ্টা করছে।' মৃতের স্ত্রী নুরজাহান বিবি'র অভিযোগ, 'বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামীর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক বিষয়ে টাকা-পয়সা পাওনাকে কেন্দ্র করে গোলমাল চলছিল। এনামুল বিভিন্ন হাট গুলিতেই গামছা, জামা, কাপড় ফেরি করে বেড়ায়। ছোটখাটো ব্যবসা আছে। পাশাপাশি জমি জায়গার বেচাকেনাতেও যুক্ত। মধ্যরাতে জানতে পারি চাঁচলের মালতিপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নাকি স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেখানেই অত রাতে পরিবার নিয়ে যায়। কয়েকজন বলে স্বামীকে নাকি বিদ্যুতের খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। যারা পিকনিকের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে আমার স্বামী বেশ কিছু টাকা পেত। সেই টাকা না দেওয়ার জন্যই ওরাই এনামুলকে পিটিয়ে খুন করেছে। আর এখন চুরির মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।' চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, কি কারনে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই পরিষ্কার করে বলা যাবে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

দুর্গাপুরে সাংসদ দোলা সেনকে কালো পতাকা, বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বিজেপির কালো পতাকা বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যসভার তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দোলা সেন। বুধবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর চৈতন্য এভিনিউ এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন। অনুষ্ঠান শেষে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা কালো পতাকা প্রদর্শন করে বিক্ষোভ দেখান। সেই সঙ্গে 'দোলা সেন হায় হায়' এবং 'দূর হটো' স্লোগানে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে এই ঘটনায় বিজেপির দুর্গাপুর পূর্বের এক নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু গায়েন কটাক্ষ করে বলেন, 'আজ ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পবিত্র জন্ম দিবসে দুর্গাপুরের শান্ত মাটিকে অশান্ত করতে তৃণমূলের এক দোলা সেন এসেছেন।' অন্যদিকে তৃণমূল নেতা কল্লোল ঘোষ জানান, 'বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা বিজেপির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গণতন্ত্র এই দু মাসেই বিপন্ন বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতা কল্লোল বাবু। রাজনৈতিক মহলের মতে, শিল্পাঞ্চলে এই ঘটনাকে ঘিরে দুই দলের সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তোলাবাজি, মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুন। বুধবার তাকে আদালতে পেশ করার সময় বিজেপির 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে। মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। বুধবার সকালে তাঁকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের গাড়িতে করে থানা থেকে আদালতের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় খণ্ডঘোষ থানার সামনে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'এটা সবে শুরু হয়েছে। আরও অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। শুধু ব্লক সভাপতি নন, খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের বিরুদ্ধেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' অন্যদিকে, এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া এগোবে বলে জানা গিয়েছে।

বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে দুর্গাপুরে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর শংসাপত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শিল্পনগরী দুর্গাপুরের অন্যতম রূপকার, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনেই দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সরকারের 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এদিন দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা এলাকার মহকুমা শাসকের দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতাভুক্ত মহিলাদের হাতে অর্থ তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। শংসাপত্র হাতে পেয়ে উপভোক্তাদের মধ্যে ছিল স্পষ্ট উচ্ছ্বাস। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগেই দুর্গাপুর একসময় দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনগরীর বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিংবা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের মধ্যে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে বিজেপি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর বিকল্প হিসেবে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আজ রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩,০০০ টাকা করে জমা পড়েছে বলে দাবি করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই। তাঁরা প্রায় ৫০ জন উপভোক্তার হাতে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের অর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলারা সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনমুখী প্রকল্প অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধিতে কাঁকসায় উচ্ছ্বাস, মিষ্টিমুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে বদল হয়েছে সরকার, তৃণমূল সরকারের পতনের পর এবার রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বাড়ালো বিজেপি সরকার। আর এই খুশিতেই আনন্দে মেতে উঠলো কর্মীরা। রীতিমত কাঁকসার কেনেলপারে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি অফিসের বাইরে একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে ঝালমুড়ি বিলি করে একে অপরকে মিষ্টি মুখ করান। পাশাপাশি জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বেতন বাড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা জানিয়েছেন, গত সরকারে তারা অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকার তাদের কথা ভেবেছে। তাদের পাশে রয়েছে সরকার সেটাই বুঝিয়েছে।তাই তারা বর্তমান সরকারের উপরেই ভরসা রাখছেন। আগামী দিনেও রাখবেন।

তবে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, কাঁকসা ব্লক শুধু নয় রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জ্বালানি ও সবজি বিল বাকি থাকে। সেটা পেতে অনেক দেরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী যাতে সেই বিলগুলো তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে তবে তারা অনেকটাই উপকৃত হবেন।

বাংলার জনক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরপাড়া টাউন কংগ্রেসের উদ্যোগে তাঁর ফটোতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছেন হুগলি জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জি।

অন্নপূর্ণা যোজনার শংসাপত্র প্রদান বিধায়ক সুকান্ত দোলুইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লক অফিসে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা মা-বোনেদের হাতে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপভোক্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, 'রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যায়, সেই লক্ষ্যেই প্রশাসন নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আজ অনুষ্ঠানে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। শংসাপত্র হাতে পেয়ে উপভোক্তা মা-বোনেরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

নামের বানান ভুলে ভোগান্তিতে গড়বেতার উপভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নামের সামান্য বানান ভুলের জেরে 'অ্যাডজুডিকেশন' প্রক্রিয়ায় আটকে বহু রেশন কার্ড বন্ধ করে দেওয়ায় রেশন না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের কয়েকশো উপভোক্তা। এই সমস্যা নিয়ে ব্লক খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কার্যালয়ে দীর্ঘ লাইন দিতে হচ্ছে ভুক্তভোগীদের। উপভোক্তাদের অভিযোগ, কার্ড সচল করার জন্য দিনের পর দিন তাঁরা দপ্তরে আসছেন। লাইনেও দাঁড়াচ্ছেন, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ব্লক খাদ্য দপ্তরের এই ঢিলেমি ও হয়রানির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। নিত্যদিন এই ভোগান্তির জেরে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এবার দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে এই জটিল প্রক্রিয়া সহজ করে কার্ডগুলি সচল করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, সমস্যা খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় শিক্ষককে ছাঁটাইয়ের চেষ্টা

বিক্ষোভে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে থাকাকালীন টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ-সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় চাকরি থেকে বার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ। আর সেই খবর জানতে পেয়ে বিদ্যালয়ের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা। জানা গিয়েছে, বিরাজ কুমার মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। কয়েকবছর আগেও তিনি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতেও ছিলেন। তার অভিযোগ কমিটিতে থাকাকালীন একের পর এক দুর্নীতি হচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার কোনও হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন। বর্তমানে হঠাৎ করেই প্রধান শিক্ষক তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে বলে জানান। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অবিভাবিকরা ও ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, 'বিরাজ স্যার অত্যন্ত ভালো। ভালো পড়াশোনা শেখান। তিনি বিদ্যালয় থেকে চলে গেলে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা অনেক সমস্যার মধ্যে পড়বে। তাই ওই শিক্ষককে কোনো ভাবেই চলে যেতে দেওয়া যাবে না।' অন্যদিকে বিদ্যালয়ের অবিভাবিকদের অভিযোগ, 'বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ে কোনো মিটিং করা হয়নি অভিভাবকদের নিয়ে। একের পর এক বেআইনি কাজ হচ্ছে। একজন শিক্ষক প্রতিবাদ করায় তাঁকে কেন বিদ্যালয় থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে আমরা বিদ্যালয়ে জানতে আসি। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবিভাবিকদের কোনও কথাই শুনতে চান নি।' বিদ্যালয়ের মধ্যে বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। শেষমেশ কাঁকসা থানার পুলিশ দুই পক্ষকে থানায় বসে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার কথা বললে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এবং পুলিশের কথায় বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন অভিভাবকরা।

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনলেন বারাসাতের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরোব হলেন বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। বুধবার রিতীমত তথ্যা দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দুর্নীতির পর্দাফাঁস করলেন। তিনি বিধায়কের কার্যালয়ে বসে অভিযোগ করেন, বারাসাত পুরসভা দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছিল। নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট, প্ল্যান পাশের দুর্নীতি, কাজের দুর্নীতি-সহ বহু দুর্নীতি নিয়েই তিনি এদিন সরব হন। তার মধ্যে ২০১৫ সালে হওয়া পুরসভায় ক্লার্ক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এদিন তিনি দুই জনের তথ্য তুলেধরেন। তিনি সব তথ্য দিয়ে অভিযোগ করেন সোমা চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিত দাস নামে দু'জন বয়স কমিয়ে এবং জাল ডকুমেন্ট দিয়ে চাকরি করছেন। এরকম শুধু দু'জন নয় আরও অনেকে আছে তাদের খোঁজও করা হচ্ছে। বিষয়টি তিনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও বারাসাতের মহকুমাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দাবি করেন যারা ভুয়ো তথ্য দিয়ে চাকরি করছে এবং যারা যারা এই চাকরি পেতে সাহায্য করেছেন তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি পায়। এই ধরনের দুর্নীতি মেনে নেওয়া যায় না। সম্প্রতি বারাসাতের পুরপ্রধান-সহ ১০ জন পুরপিতা পদত্যাগ করেছেন। তাদের উদ্দ্যেশ্যে বিধায়ক কড়া বর্তা দিয়ে বলেন, 'পদত্যাগ করে পালিয়ে গেলে চলবে না। আপনাদের মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়েছিল ওয়ার্ড সহ বারাসাত পুরসভার উন্নয়নের জন্য। আপনাদের সেই কাজ করে যেতে হবে। দুর্নীতি করেছেন, এখন ভয়ে পদত্যাগ করে পালালে হবে না। নিজের এলাকায় গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করুন। না হলে বারাসাতের মানুষ মেনে নেবে না।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'বারাসাতে বড়ি, আবাসনের প্ল্যান পাস করা নিয়েও দুর্নীতি আছে। বহু ভুয়ো কর্মীর নাম দেখিয়ে পুরসভা থেকে টাকা তোলা হত, তার পরিমানও অনেক। আস্তে আস্তে সব দুর্নীতিরই পর্দাফাঁস করা হবে।' বলেও দাবি করেন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি।

ঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন শীতল কপাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: জাতীয় ডক্টরস ডে উপলক্ষে আজ ঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসকদের সম্মান জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট। এদিন বিধায়ক হাসপাতালের চিকিৎসকদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিধায়ক বলেন, চিকিৎসকরা মানুষের জীবন রক্ষায় দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ ও মানবিক সেবার প্রতি সম্মান জানাতেই ডক্টরস ডে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে চিকিৎসকদের সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

ডক্টরস ডে-তেও বিনামূল্যে রোগীর সেবায় মন্ত্রী তথা ডা. অজয় পোদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগে ছিলেন বিরোধী দলের বিধায়ক, আর আজ তিনি রাজ্যের শাসক শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দপ্তর জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) এবং পূর্ত (পিডব্লিউডি) বিভাগের মন্ত্রী। কিন্তু নিজের সামাজিক দায়বদ্ধতা একচুল বদলায়নি। তা হলো তাঁর চার দশকের পুরনো মানবিক ব্রত। তিনি কুলটির বিধায়ক, ডাক্তার অজয় পোদ্দার। পেশায় ফিজিসিয়ান ও কনসাল্ট সার্জেন। ১ জুলাই দেশজুড়ে উদযাপিত হয় 'ডক্টরস ডে'। কুলটি, বরাকরের সাধারণ মানুষের কাছে ডাক্তারবাবু অজয় পোদ্দারের উপস্থিতি মানে বছরের প্রতিটি দিনই ডক্টরস ডে। দীর্ঘ ৪০

বছর ধরে তিনি দিয়ে চলেছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা। তাঁর চেম্বারে আসা রোগীরা কেবল বিনামূল্যে পরামর্শই পান না, সেই সঙ্গে পান প্রয়োজনীয় ওষুধও। এমনকি জটিল রোগের ক্ষেত্রে রোগীদের সঠিক জায়গায় চিকিৎসা করার গুরুদায়িত্বও তিনি নিজে কাঁধে তুলে নেন। মন্ত্রিত্বের সামলাতে গিয়ে এখন আগের মতো সপ্তাহের সাতদিনই বরাকরের চেম্বারে বসার সময় পান না। কিন্তু সপ্তাহে যেদিনই তিনি শহরে পা রাখেন, তাঁর চেম্বারে উপচে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। দলীয় বা সরকারি কর্মসূচির যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, শেষ রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে তিনি অন্য কাজে পা বাড়ান। আজকের বিশেষ দিনে (ডক্টরস ডে) ডাক্তার অজয় পোদ্দার স্মরণ করেন রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কথা। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও যদি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিয়মিত রোগী পরিষেবা দিতে পারতেন, তবে আমার অসুবিধা কোথায়।' সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসকেরা ভগবানের দ্বিতীয় রূপ। আর ডাক্তার পোদ্দারের কাছে এই রোগী পরিষেবাই এখন জীবনের অন্যতম বড় কাজ। রাজনীতির ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর এই মানবিক রূপ দেখে আপ্লুত কুলটি তথা বরাকরের আপামর জনসাধারণ। ডাক্তার পোদ্দারের কাছে চিকিৎসা করতে আসা বরাকরের বাসিন্দা পিংকি দেবী বলেন, 'ডাক্তারবাবু গরিব মানুষের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। বর্তমানে তিনি মন্ত্রী হওয়ার পরও আগের জীবনযাত্রা বদলাননি। এটা সত্যি সমাজের জন্য এক অন্য নজির।' কুলটির বাসিন্দা দেবানন্দ দাস বলেন, 'বর্তমান যুগে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া সত্যি অভাবনীয়।'

বৃষ্টিতে ভাসছে মুম্বই
ব্যাহত জনজীবন ও ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ১ জুলাই: বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কোথাও হাঁটুসমান, কোথাও গোড়ালিসমান জল। মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে শহর জুড়ে। ফলে নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল করলেও গতি খুবই মন্থর। ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। বুধবার ভোরে ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির জেরে হারবার লাইনে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত, এ বার মুম্বইয়ে নির্ধারিত সময়ের ১৩ দিন পর বর্ষা ঢুকেছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এখনও পুরোপুরি সক্রিয় হয়নি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কয়েক দিনের মধ্যে মৌসুমী বায়ু আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। তখন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করছেন আবহবিদেরা। কোঙ্কণ অঞ্চলের পালঘর, সিন্ধুদুর্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ধুলে, নন্দুরবাড়, জলগাঁও, মাসিক, নাসিক ঘাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। পুণে, কোলহাপুর, সাতারা, সাঙ্গলি, সোলাপুরে আগামী দিনে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

বৃহন্মুম্বই পুরসভা (বিএমসি) জানিয়েছে, পূর্ব শহরতলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে মানখুর্দে (১৭০.৪ মিমি), বাইকুলা (১৬২.৫২ মিমি)। অন্য দিকে, মুম্বই সেন্ট্রাল (১৪২.৪৩ মিমি), ওয়াডলা (১২৭ মিমি)। আবার পশ্চিম শহরতলির বান্দ্রা কুর্লায় (১৩২.৪ মিমি), বোরিভালিতে (১২৬ মিমি)। মৌসম ভবন জানিয়েছে, অন্ধেরি, থানে, পালঘর, রায়গড় এবং মুম্বইয়ের বেশির ভাগ অঞ্চলে আগামী শনিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সঙ্গে ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও চলবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

সিন্ধুর জল বন্ধে ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের ‘রক্তচক্ষু’ বিলাওয়াল ভুট্টোর

ইসলামাবাদ, ১ জুলাই: ‘সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর’ পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। শুধু তাই নয়, ইসলামাবাদকে ভাতে মারারও কৌশল নিয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে সিন্ধুর জল নিয়ে এবার ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি।

সিন্ধু নদের জল বন্ধ নিয়ে বহুদিন ধরেই সরব পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক স্তরেও বারবার অভিযোগও জানিয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ইসলামাবাদে আয়োজিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞ, জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশি প্রতিনিধিরা। সিন্ধু চুক্তির বিষয়টি বিশদে খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সেমিনারে বক্তৃতা করতে গিয়ে ভুট্টো বলেন, ‘কেউ যদি মনে করেন যে পাকিস্তান সিন্ধু প্রদেশ ছেড়ে দেবে, তবে তারা পাকিস্তানকে চেনেন না। তারা সিন্ধুকে চেনেন না, পঞ্জাবকে চেনেন না, বালোচিস্তানকে চেনেন না। চেনেন না খাইবার পাখতুনখোয়া, কাশ্মীর বা গিলগিট-বালতিস্তানকেও। তাঁরা সেই মানুষদেরও চেনেন না, যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে সিন্ধু নদীর তীরে বসবাস করছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মর্যাদা এবং শান্তি চাই। আইনি পথে আমরা আলোচনা চাই। আমরা সহাবস্থান চাই। কিন্তু পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করবে না।’

এরপরই ভারতকে পরমাণু যুদ্ধের ‘রক্তচক্ষু’ দেখান ভুট্টো। বলেন, ‘পাকিস্তানের জলের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার যে কোনও প্রচেষ্টার কড়া জবাব দেওয়া হবে। এই বিরোধ কেবল পরিবেশগত বা কূটনৈতিক নয়। এটি জাতীয় নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের সাথে জড়িত।’ তিনি আরও বলেন, ‘পাকিস্তানের পারমাণবিক নীতির অন্যতম প্রধান একটি দিক হল- দেশটির অর্থনীতিকে অচল করে দেওয়ার বা এর জলপথ অবরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা। এর ফলে ইসলামাবাদ পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের মতো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।’

জ্বালানির দাম কমাল ‘নায়ারা’

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমতেই কিছুটা স্বস্তির মুখ দেখতে শুরু করল ভারত। পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাল দেশের অন্যতম বড় বেসরকারি জ্বালানি সংস্থা ‘নায়ারা এনার্জি’। বুধবার থেকে তারা লিটারপিছু পেট্রোলের দাম ৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৩ টাকা করে কমিয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা বর্তমানে অনেকটা কেটেছে। অপরিশোধিত তেলের সরবরাহও অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দামও কিছুটা নিম্নমুখী হয়েছে। ভারতে ব্যারেলপিছু অশোধিত তেলের আমদানি খরচ ৭০ ডলারের নীচে নেমে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ৭০ ডলারের নীচে নামল ব্যারেলপিছু আমদানি খরচ।

গত দু’বছরেরও বেশি সময়ে এই প্রথম কোনও জ্বালানি সংস্থা খুচরো বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাল। যদিও ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম বা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি সংস্থাগুলিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিতই রয়েছে। ‘নায়ারা’ জ্বালানির দাম কমানোর পর সাধারণ জনতার অনেকেই আশা করছেন, হয়ত অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিও সেই পথেই হাঁটবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আপাতত সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি এখনই পেট্রোল-ডিজেলের দাম না-ও কমাতে পারে।

দেশে সব মিলিয়ে ‘নায়ারা এনার্জি’র ৭০০০-এর কিছু বেশি পাম্প রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও কলকাতা, রাজারহাট-সহ বেশ কিছু এলাকায় নায়ারার পাম্প রয়েছে। সংস্থার সব পাম্পেই বুধবার থেকে নতুন মূল্যে পেট্রোল ও ডিজেল পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের করের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রাজ্যে জ্বালানির মূল্য ভিন্ন হতে পারে। উল্লেখ্য, দেশে মোট ১ লক্ষেরও বেশি পাম্প রয়েছে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি পাম্প রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তিন সংস্থার হাতে। বাকি অল্প সংখ্যক পাম্প থেকে জ্বালানি বিক্রি করে নায়ারা বা রিলায়্যান্সের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলি। ফলে নায়ারা জ্বালানির তেলের দাম কমালেও. ষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি দাম না কমানো পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকদের ব্যাপক হারে কোনও সাশ্রয়ের সম্ভাবনা নেই।

জ্বালানি শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞদের মতে, অশোধিত তেলের আমদানি খরচ কমা দেশের অর্থনীতির পক্ষে লাভজনক ঠিকই। তবে তা থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভবান না-ও হতে পারেন সাধারণ নাগরিকেরা। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পেট্রোল-ডিজেল এখনই জ্বালানির দাম কমানোর পথে না-ও হাঁটতে পারে।

বাণিজ্যিক গ্যাস এখন ১৮৩ টাকা সস্তা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: মাসের শুরুতেই সুখবর। একধাক্কায় অনেকটা কমল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। ১ জুলাই থেকে কলকাতায় ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমেছে ১৭৪ টাকা। ফলে এখন তা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৮১ টাকা ৫০ পয়সা। পাশাপাশি ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তা ৯৬৮ টাকা। উল্লেখ্য, মূলত হোটেল, রেস্তরাঁ এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় ১৯ কেজি অর্থাৎ বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে হোটেল, রেস্তরাঁর খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আসলে বিশ্ব বাজারে পেট্রোলিয়ামের দামের তুল্যমূল্য বিচার করে দেশের অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। যার প্রভাব বাণিজ্যিক গ্যাসে পড়েছিল। অবশেষে খানিকটা স্বস্তি। স্বাভাবিকভাবেই দোকান-হোটেল-সহ ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার রান্নার গ্যাসের দাম কবে কমে। মাসের শুরুতেই রান্নার গ্যাসের দাম ঘোষণা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার উপর এই দাম নির্ভর করে। কখনও বাড়ানো হয় আবার কখনও কমানো হয়। যদিও গত কয়েকমাস ধরে লাগাতার বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল। তথ্য বলছে, বছরের শুরুতেই অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৬ এ একধাক্কায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি হয় ১১১ টাকা। এমনকী ১ ফেব্রুয়ারিতেও আরও ৪৯ টাকা বৃদ্ধি হয় বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম। মার্চের শুরুতে দাম বাড়ানো হয় ৩১ টাকা। এপ্রিল মাসে যুদ্ধের আবহে একধাক্কায় ২১৮ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মে মাসে সেটা বাড়ানো হয়েছিল ৯৯৩টাকা। জুনে তা বাড়ে ৫৩ টাকা। প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের পরিস্থিতি সামলে রেস্তরাঁ, হোটেল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এলপিজি সরবরাহ আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য কেন্দ্রের। পশ্চিম এশিয় সংকটের সময় নির্দিষ্ট কিছু খাতে আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এই পদক্ষেপ করা হল। বিশেষজ্ঞদের মতে, গৃহস্থালির সিলিন্ডারের দাম কবে পরিবর্তন নির্ভর করছে মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতির উপরই। পাশাপাশি কেন্দ্রের মূল্যনীতির দিকটিও বিবেচ্য।

‘শর্তপূরণ না হলে আলোচনা নয়’
কাতারে প্রতিনিধি পাঠিয়েও বৈঠকে বসল না ইরান

তেহরান, ১ জুলাই: দ্বিতীয় দফার শান্তিবৈঠক কবে হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা হয়নি। তার মধ্যেই আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল ইরান। সে দেশের সংসদের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ জানিয়েছেন, আমেরিকা যদি সমঝোতাপত্র মেনে না-চলে, তেহরান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ-ও জানান, ওয়াশিংটন যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ব্যর্থ হয় তবে চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগোবে না। এক সাক্ষাৎকারে বাঘেরের অভিযোগ, আমেরিকা বার বার সমঝোতা শর্ত লঙ্ঘন করেছে। পারস্য উপসাগরে মার্কিন হামলার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা অবশ্যই জবাব দেব।’ এ-ও জানান, আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে চলমান আলোচনা শুধু একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছোনো নয়। বরং এই আলোচনায় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সমঝোতার ১৪ দফা শর্তের কথা। বাঘেরের কথায়, ‘আমরা মউ স্বাক্ষর করেছি। এই সমঝোতাপত্রের ১৩ অনুচ্ছেদ পূরণের জন্য আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। হরমুজ প্রণালীতে নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে। এটিই ছিল সমঝোতা স্মারকের অন্যতম বড় সাফল্য।’ মউ স্বাক্ষরের পর তেল রপ্তানির উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে আমেরিকা। বাঘের বলেন, ‘হরমুজ প্রণালী থেকে অবরোধ উঠে যাওয়ার পর থেকে ইরান চার কোটি ব্যারেলেরও বেশি অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করেছে।’ তিনি জানান, হরমুজের উপর ইরান এবং ওমানের কর্তৃত্ব রয়েছে। ওই জলপথের উপর তেহরানের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকবে। সমঝোতা স্মারকের কথা উল্লেখ করে বাঘের বলেন, ‘বিনামূল্যে হরমুজ দিয়ে ৬০ দিন যাতায়াত করতে পারবে পণ্যবাহী জাহাজগুলি। ইরান কোনও অবস্থাতেই হরমুজের উপর তার অধিকার ছেড়ে দেবে না। এটা আমদের আঞ্চলিক জলসীমা।’ কাতারে আমেরিকা-ইরান বৈঠক নিয়ে বিভ্রান্তি তুঙ্গে। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, কাতারে দ্বিতীয় দফার বৈঠক হবে। ইরানের অনুরোধে আমেরিকা বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে। মঙ্গলবার সেই বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। সোমবার হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা জারেড কুশনার কাতারে যাচ্ছেন। ঘটনাচক্রে, প্রায় একই সময়ে কাতারে প্রতিনিধিদল পাঠায় ইরানও। তবে তেহরান জানায়, কাতারে প্রতিনিধিদল যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমেরিকার সঙ্গে বৈঠক হবে।

গোহত্যা নিয়ে হাইকোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে টিভিকে

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল তামিলনাড়ুর টিভিকে সরকার। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে মাদ্রাজ হাইকোর্ট দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে ১৯৭৬ সালে জারি করা সরকারি আদেশ কার্যকর করে রাজ্য জুড়ে গোরু ও বাছুর জবাইয়ের ওপর তাৎক্ষণিক সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ বার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল তামিলনাড়ু সরকার। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশটি স্ববিরোধী। প্রসঙ্গত, এই নিষেধাজ্ঞার আগে তামিলনাড়ু প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৫৮ অনুযায়ী শুধুমাত্র ১০ বছরের বেশি বয়সি বা প্রজনন ও কৃষিকাজের জন্য স্থায়ী ভাবে অনুপযুক্ত এবং অসুস্থ গবাদি পশুদেরই নির্দিষ্ট জবাইখানায় কাটার অনুমতি ছিল। প্রসঙ্গত, গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে গত মে মাসে কোয়েম্বাত্তুরের এক বাসিন্দা কে সূর্য প্রশান্ত হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি আর্জি জানান, জনসমক্ষে গো-হত্যা বন্ধ করা হোক। তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সেই সময় বিচারপতি জিআর স্বামীনাথন এবং বিচারপতি ভি লক্ষ্মীনারায়ণের অবসরকালীন বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি-কো (আইনশৃঙ্খলা) নির্দেশ দেন, এই নির্দেশ দ্রুত বলবৎ করতে হবে রাজ্যে। ভারতের সংবিধানের ৪৮ নম্বর অনুচ্ছেদে গোহত্যা নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, গোহত্যা কোনও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় রীতি নয়।

ময়দান

অমরজিৎ কুমারের উদ্যোগে খেলার সামগ্রী বিতরণে হাজির দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পোর্ট এলাকার ঐতিহ্যবাহী ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাব ভূকৈলাশ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ক্রিকেট ও ফুটবলের খেলার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিজেপি নেতা, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াপ্রেমী অমরজিৎ কুমার। এলাকার প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা এবং খেলাধুলার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার দেবাং গান্ধী, বিজেপি নেতা রাহুল শ এবং কলকাতা পোর্ট বিজেপির কনভেনর সুরেন্দর রাই। অতিথিরা খেলাধুলার প্রসারে এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অমরজিৎ কুমার জানান, ভবিষ্যতেও এলাকার খেলোয়াড়দের পাশে থেকে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে।

ডুরান্ড কাপে একই গ্রুপে ইস্ট-মোহন, নেই গতবারের রানার্স ডায়মন্ড হারবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ডুরান্ড কাপে নেই গতবারের রানার্স আপ ডায়মন্ড হারবার এফসি। এছাড়া আইএসএল ক্লাবদের মধ্যে শুধু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান, জামশেদপুর, নর্থইস্ট ইউনাইটেড ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি খেলছে। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তবে কি বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়াজগত থেকে ডায়মন্ড হারবার দল চিরতরে মুছে যাবে? চার বছরের মধ্যেই দেশের সেরা লিগ আইএসএলে নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করেছে ডায়মন্ড হারবার।

আসন্ন যুগ্মসচিব পদে নির্বাচন
সিএবিতে ড. বিধানচন্দ্র রায়কে জাঁকজমক করেই স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতরত্ন ড. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে বুধবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। একই সঙ্গে বয়স ৭০ পূর্ণ হওয়ায় মদন ঘোষ লোধা কমিটির নিয়ম মেনে যুগ্ম-সচিব পদ থেকে সরে দাঁড়ানোয়, শূন্য পদে আগামী ২০ জুলাই বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকছেন আইনজীবী সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায়। এদিন ড. রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈশালী ডালমিয়া, সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। একদিকে শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান, অন্যদিকে আসন্ন নির্বাচন, দুই মিলিয়ে সিএবিতে এখন উৎসবের পাশাপাশি ভোটের আবহও তুঙ্গে।

ড. রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
S. N.I.T. NO. WBIW/EE/MHQD/ e-SNIT-01/2026-27
Online e-SNIT-Tender is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no. work under SDS(M),. Last date of Submission of Tender **07.07.2026 upto 12:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in**
e-tender id-2026_IWD_1030112_1

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : P-77/SBSTC/2026-27
Date : 01.07.26
Short Notice Inviting Tender
Bids are invited through e-tendering process by South Bengal State Transport Corporation for procurement of PRECURED TREAD RUBBER, BONDING GUM & BVS. For details visit **http://wbtenders.gov.in**. Last date of online bid submission is 25.07.2026 upto 12.00 Hrs.
Sd/- Managing Director, South Bengal State Transport Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/৩/ডব্লু-II, তারিখঃ ২৯.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ডি., পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-১১৬-২৬-২৭। কাজের নামঃ** রানাঘাটে-পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে অমৃত স্টেশন স্কীমের অধীনে রানাঘাট স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৪,৭৮,৪০,৫২০.৩৯ টাকা। **ইএমডিঃ** ২৯,৫৬,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ২২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
SDAH-108/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-বিটি-০৭এ-২৬-১৩০২, তারিখ ঃ ৩০.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট. ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সাঁতরাগাছি নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের বিবরণ ঃ** প্রচলিত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভগুলির (বিটি টাইপ) এন-৩২ টাইপ ট্যাপ চেঞ্জারগুলি সামগ্রিক মেরামতি ও কার্যোপযোগী করা/সামগ্রিক পুনর্নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,০৬,৮৪,৩৮২.৩৯ টাকা (জিএসটি সহিত)। **ইএমডি ঃ** ৪,১৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সমস্ত বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনী সম্পর্কে জানতে এবং তাদের বিড জমা দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-403)**

Office of the Block Development Officer
Patashpur- I Development Block
Amarshi :: Purba Mdinipur
Tender Notice (2nd call)
Patashpur -I Dev.Block invites e -Tender as follws :-

NIT No: & Date	Work Description	last date and time for receipt of bids thourgh e-procurment
01) NIT- WBEO/ Pat-1/NIT- 45/2025-26 dt, 02.03.2026	Construction of AWC at Vill-Biswanathpur Adbasi para JL No-8,Plot No- 275 at Gokulpur Gpunder Patashpur - I Dev. Block	14.07.2026

The details can be obtained from website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Dev. Offier Patashpur - I Dev. Block

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
Email ID, basuldangagp.dh1@gmail.com
Memo No.3374/BGP **Date. 01/07/2026**
On behalf of Basuldanga Grampanchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 3654/BGP & 3655 TIED 10 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram panchayat Dated **30 /06/2026**
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Basuldanga Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে। **ই-টেন্ডার নংঃ ১৬২_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** রেল সদন, হাওড়ায় টাইপ-V কোয়ার্টার, ১২ ইউনিট নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৮১,৫৫,৬৩৪.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯,৬৩,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-180/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

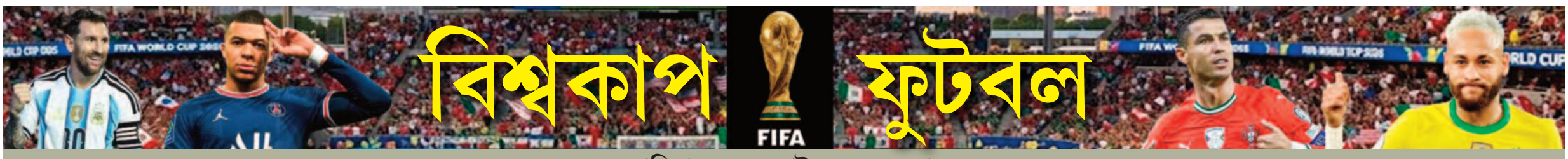

সুইডেনকে ৩-০ হারাল ফ্রান্স
মেসির বরাবর এমবাপে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের রাউন্ড অব ৩২ -এর ম্যাচে সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারাল ফ্রান্স। শেষ ১৬-তে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে এমবাপ্পেরা। ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে জোড়া গোল করেন এবং মাইকেল অলিসে ছিলেন দুর্দান্ত ফর্মে।

নিউ ইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামের এই ম্যাচের প্রথমার্ধে থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে ফরাসিরা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মুহূর্তে দুর্দান্ত আক্রমণ থেকে ডেডলক ভাঙেন এমবাপ্পে। এর আগে ফ্রান্সের দুটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে;যার একটি এমবাপ্পে এবং অন্যটি অলিসের প্রচেষ্টা ছিল। গোটা ম্যাচজুড়ে তুলনামূলক কম শক্তির সুইডিশ দলের বিরুদ্ধে ফরাসিরা আধিপত্য বজায় রাখে। বল দখল এবং গোলমুখে শট নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল ফ্রান্সই। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে অলিসের পাস থেকে প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের উইঙ্গার ব্র্যাডলি বারকোলা দ্বিতীয় গোলটি করেন। এরপর অলিসের আরেকটি চমৎকার পাস থেকেই এমবাপে গোল করে ফ্রান্সের জয় নিশ্চিত করেন।

এই জোড়া গোলের সুবাদে এমবাপ্পে চলতি বিশ্বকাপের গোল্ডেন বুট জয়ীর দৌড়ে ৬ গোল নিয়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে শীর্ষস্থানে উঠে এলেন। ফ্রান্স অধিনায়কের এখন বিশ্বকাপে মোট গোল সংখ্যা হল ১৮টি। এর অর্থ হল, তিনি মেসির সামগ্রিক ১৯ গোলের রেকর্ড থেকে মাত্র এক গোল পিছিয়ে রয়েছেন। ২৭ বছর বয়সী এমবাপ্পে নিজের প্রথম গোলটি করার পর দৌড়ে গিয়ে কোচ দিদিয়ের দেশাঁকে জড়িয়ে ধরেন। দেশাঁ তাঁর মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে দেশে ফেরায় নরওয়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শেষ গ্রুপ ম্যাচটিতে ডাগআউটে থাকতে পারেননি।

১৪ বছরের অত্যন্ত সফল অধ্যায় শেষে এই বিশ্বকাপের পরেই দেশাঁ কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। ১৯৯৮ সালে প্রথম ফরাসি দল হিসেবে বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক এবং ২০১৮ সালে বিশ্বকাপজয়ী দলের কোচ দেশাঁ। ফ্রান্স শেষ-৩২ দল থেকেই বিদায় নিলে কোচ দেশাঁর জন্য হত খুবই হতাশার। ১৯৯৮ সালে নিজেদের ঘরের মাটিতে ফ্রান্সের বিশ্বজয়ের অভিযানে শেষ ১৬-তে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল ফ্রান্স। সেই ম্যাচে লরেন্ট ব্লাঙ্ক অতিরিক্ত সময়ে একটি গোল করেছিলেন।

আগামী শনিবার ফিলাডেলফিয়াতে শেষ ১৬-র লড়াইয়ে আবার এই দক্ষিণ আমেরিকান দলের মুখোমুখি হবে এমবাপ্পেরা। ফ্রান্সই এই ম্যাচ জিতে সামনে এগিয়ে যাবে;এমনটাই প্রত্যাশিত। ম্যাচে এমবাপ্পে এবং অলিসে আবারও আক্রমণের মূল ভূমিকায় ছিলেন। উসমান দেম্বেলেও তাঁর প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছেন। অন্যদিকে চতুর্থ ফরোয়ার্ড হিসেবে দেশিরে দুয়ের চেয়ে বারকোলা বেশি নজর কাড়লেন।

সুইডেনের আক্রমণভাগেও প্রিমিয়ার লিগের ত্রয়ী ভিক্টর গিওকেরেস, আলেকজান্ডার ইসাক এবং অ্যান্থনি ইলাঙ্গার মতো খেলোয়াড়রা ছিলেন। কিন্তু সুযোগ তৈরি করার মতো যথেষ্ট বল তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, যার ফলে গ্রাহাম পটারের দলকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

তবে, বিশ্বকাপে এতদূর আসতে পারাটাকে প্যারাগুয়ের জন্য একটি সাফল্য হিসেবেই দেখা উচিত। মঙ্গলবারের ম্যাচে ২০ মিনিটে অলিসের পাস থেকে এমবাপে বল জালে জড়ালেও অফসাইডের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। তবে এই ঘটনা ফরাসিদের আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়, যার ফল হিসেবে শেষ পর্যন্ত প্রথম গোলটি আসে। অলিসের একটি চোখ ধাঁধানো ওভারহেড বাইসাইকেল কিক পোস্টে লেগে ফিরে আসে এবং ফিরতি বলে দেম্বেলে শট নিলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

প্রথমার্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে প্রথম গোলটি আসে, অলিসের শট প্রচেষ্টা সুইডিশ গোলরক্ষক জ্যাকব উইডেল জেটারস্ট্রম কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। সেই কর্নার থেকে দেম্বেলে এবং অলিসে নিজেদের মধ্যে বল পাস করে এমবাপ্পেকে খুঁজে নেন এবং বাকি কাজটুকু এমবাপ্পেই সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার আট মিনিট পরেই তারা আবার গোল খেয়ে বসে। জাদুকরী অলিসে সুইডিশ ডিফেন্ডার গুস্তাফ লাগেরবিয়েলকের পায়ের ফাঁক দিয়ে বারকোলাকে পাস বাড়ান এবং বারকোলা জোরালো শটে গোল করেন। অলিসে নিজে একা বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই, ৭৪ মিনিটে তাঁর আরেকটি অসাধারণ পাস থেকে এমবাপে বল জালে জড়িয়ে দেন। ফ্রান্স এই মুহূর্তে অপরাজেয়, যদিও কঠিন পরীক্ষা এখনও বাকি। তবে প্যারাগুয়ের পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টিকে থাকাটা বেশ কঠিন হবে।

হালান্ডের এক ছোঁয়াতেই জিতে এবার ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরো ম্যাচজুড়ে খুব একটা চোখে পড়ছিলেন না আর্লিং হালান্ড। আইভরি কোস্টের রক্ষণভাগ তাঁকে শক্তভাবে আটকে রেখেছিল। কয়েকবার প্রতিপক্ষের বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও সেই পরিচিত ধার দেখা যায়নি। এমনকি সহজ একটি সুযোগও নষ্ট করেছিলেন তিনি। তবুও বড় ফুটবলারদের বিশেষত্ব এখানেই;একটি সুযোগই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। সেই কাজটাই করলেন নরওয়ের অধিনায়ক। তাঁর ৮৬ মিনিটের জয়সূচক গোলে ২-১ ব্যবধানে আইভরি কোস্টকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করল নরওয়ে। এবার তাদের সামনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ম্যাচের শুরু থেকেই আইভরি কোস্ট আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। মাঝমাঠের দখল নিয়ে তারা নরওয়ের রক্ষণকে বারবার চাপে ফেলেছিল। তবে প্রথম গোলটি আসে নরওয়ের পক্ষেই। ৩৯ মিনিটে বাঁদিক থেকে দুরন্ত গতিতে বক্সে ঢুকে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শক্তিশালী শটে বল জালে জড়িয়ে দেন তরুণ উইঙ্গার অ্যান্তোনিও নুসা। গোলটির সৌন্দর্য মুহূর্তের মধ্যেই দর্শকদের মুগ্ধ করে। ব্রাজিলের তারকা নেইমারের খেলার ধাঁচের সঙ্গে মিল থাকায় অনেকেই সেই তুলনা টানতে শুরু করেন। এই গোলের মাধ্যমে নুসা বিশ্বকাপে নরওয়ের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবেও ইতিহাসে নাম লেখান।

গোলের পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নরওয়ের হাতে ছিল না। বরং আইভরি কোস্ট আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে হালান্ডের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এলেও মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে তিনি গোল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর মতো বিশ্বমানের স্ট্রাইকারের কাছ থেকে এমন ভুল খুব কমই দেখা যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে সেই ভুলেরই প্রায় মূল্য দিতে হচ্ছিল নরওয়েকে। ৭৪ মিনিটে আইভরি কোস্টের আমাদ দিয়াল্লো ডানদিক থেকে একক প্রচেষ্টায় এক অসাধারণ গোল করেন। একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে তিনি ম্যাচে সমতা ফেরান। গোলটি ছিল ব্যক্তিগত দক্ষতার অসাধারণ প্রদর্শন, যা ম্যাচে নতুন উত্তেজনা এনে দেয়। সমতায় ফেরার পর দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই নিজের জাত চিনিয়ে দেন হালান্ড। ৮৬ মিনিটে সতীর্থের বাড়ানো বল থেকে সহজ সুযোগ পেয়ে ঠান্ডা মাথায় জালে পাঠিয়ে দেন তিনি। গোটা ম্যাচে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে না পারলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোল করে দলকে জয় এনে দেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই স্ট্রাইকার। এই জয় নরওয়ের ফুটবল ইতিহাসেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ১৯৯৮ সালের পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে ইউরোপের দেশটি। সেই বিশ্বকাপে নরওয়ের জার্সিতে খেলেছিলেন হালান্ডের বাবা আলফ-ইঙ্গে হালান্ড। তবে তখন নকআউট পর্বে সাফল্য আসেনি। প্রায় তিন দশক পরে ছেলের নেতৃত্বে সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ হল। শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়ে নতুন ইতিহাস লিখল নরওয়ে। এবার তাদের সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ ব্রাজিল। আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে নরওয়ে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলতে পারেনি, তবুও জয় তুলে নিয়েছে। কারণ দলে রয়েছেন আর্লিং হালান্ডের মতো একজন ম্যাচজয়ী ফুটবলার। বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই তাঁর গোলসংখ্যা পাঁচে পৌঁছেছে। সেই ধার বজায় থাকলে ব্রাজিলের বিরুদ্ধেও চমক দেখানোর স্বপ্ন দেখতেই পারে নরওয়ে।

ইকুয়েডরকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় মেক্সিকো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠের লড়াই শুরুর অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল মানসিক যুদ্ধ। ম্যাচের আগের রাতে ইকুয়েডর দলের হোটেলের বাইরে জড়ো হয়ে মেক্সিকোর সমর্থকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হর্ন বাজান এবং আতশবাজি ফাটান। উদ্দেশ্য ছিল একটাই; প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের বিশ্রাম নিতে না দেওয়া। সেই অস্বস্তিকর রাত কাটানোর পর মাঠেও স্বস্তি পেল না ইকুয়েডর। মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়ামে রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করল স্বাগতিকরা। মেক্সিকোর জয়ের সবচেয়ে বড় নায়ক জুলিয়ান কুইনোনেস। একটি গোল করার পাশাপাশি আরেকটি গোলে দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের ভাগ্য কার্যত তিনিই নির্ধারণ করে দেন। ২২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর জোরালো শট ইকুয়েডরের গোলরক্ষককে কোনও সুযোগই দেয়নি। সেই গোলেই এগিয়ে যায় মেক্সিকো। এরপর ৩১ মিনিটে রাউল গিমেনেজের গোলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কুইনোনেস। তাঁর নিখুঁত পাস থেকেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গিমেনেজ। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে হিনক্যাপি রেফারির সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন, যা ইকুয়েডরের হতাশা আরও বাড়িয়ে দেয়। কুইনোনেসের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে সংগ্রামের এক দীর্ঘ গল্প। মাত্র দুই বছর আগেই মেক্সিকোর একটি ক্লাব ম্যাচে তাঁকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হতে হয়েছিল। সেই ঘটনার পর ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। পরে তিনি সৌদি আরবের ক্লাব আল কাদসিয়ায় যোগ দেন এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নজর কাড়েন। গত মৌসুমে ৩৩টি গোল করে তিনি বিশ্বের সেরা গোলদাতাদের তালিকায় নিজের নাম তুলে ধরেন। তাঁর জীবনকাহিনি আরও অনুপ্রেরণাদায়ক। কুইনোনেসের জন্ম মেক্সিকোয় নয়, কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। ছোটবেলায় যুদ্ধ, হিংসা এবং অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বন্দুকের গুলির শব্দ আর সংঘর্ষের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তিনি বেছে নেন ফুটবল। 'ফুটবল পিস' নামে একটি সামাজিক প্রকল্পের সহায়তায় তিনি নিজের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ১৫ বছর বয়সের পর আর কখনও নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাননি।

বিশ্বকাপের সবচেয়ে অভিশপ্ত স্টেডিয়াম

কেন আজও মারাকানাকে ঘিরে রহস্য ও আতঙ্ক?

সৃজিতা মল্লিক

ফুটবল ইতিহাসে এমন কিছু স্টেডিয়াম রয়েছে, যেগুলি শুধুমাত্র খেলার মাঠ নয়, আবেগ, গৌরব ও ট্র্যাজেডির প্রতীক। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর মারাকানা স্টেডিয়াম তেমনই এক নাম। বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক এই স্টেডিয়ামকে অনেক ফুটবলপ্রেমী আজও 'অভিশপ্ত' বলে মনে করেন। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপের সেই অবিশ্বাস্য পরাজয়; 'মারাকানাজো';আজও ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের ইতিহাসে এক গভীর ক্ষত হয়ে রয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি মারাকানা অভিশপ্ত, নাকি সবটাই কাকতালীয়? চলুন খুঁজে দেখা যাক।

মারাকানা স্টেডিয়ামকে কেন 'অভিশপ্ত' বলা হয়?

১৯৫০ বিশ্বকাপের জন্য নির্মিত মারাকানা স্টেডিয়াম ছিল ব্রাজিলের জাতীয় গর্বের প্রতীক। কিন্তু এই স্টেডিয়ামেই বারবার স্বাগতিক বা ফেভারিট দলের অপ্রত্যাশিত হার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে 'অভিশপ্ত' তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তোলে। বিশেষ করে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ফুটবল ট্র্যাজেডির সাক্ষী হওয়ার পর থেকেই মারাকানার সঙ্গে 'অভিশাপ' শব্দটি জুড়ে যায়।

১৯৫০-এর সেই কালো দিন

১৯৫০ সালের ১৬ জুলাই। বিশ্বকাপ জিততে ব্রাজিলের প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র একটি ড্র। কিন্তু সকলকে স্তব্ধ করে দিয়ে উরুগুয়ে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় স্বাগতিকদের। ইতিহাসে এই ম্যাচ 'মারাকানাজো' নামে পরিচিত। এই হার শুধু একটি ফুটবল ম্যাচের পরাজয় ছিল না, বরং গোটা ব্রাজিল জাতির আত্মসম্মানে বড় আঘাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রায় দুই লাখ দর্শকের সামনে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি

সরকারি হিসাবে ওই ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন ১,৭৩,৮৫০ জন দর্শক। তবে বহু গবেষকের মতে, প্রকৃত সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ বা তারও বেশি। আজও এটি বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম দর্শকসমাগম হিসেবে বিবেচিত হয়। উরুগুয়ের জয়সূচক গোলের পর পুরো স্টেডিয়াম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল;যা ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত।

মারাকানা কীভাবে বদলে দিয়েছিল ব্রাজিলের ফুটবল দর্শন

১৯৫০ সালের সেই হারের পর ব্রাজিল নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাদা জার্সি পরিত্যাগ করে বর্তমান হলুদ-সবুজ জার্সি গ্রহণ করে। পাশাপাশি আক্রমণাত্মক ফুটবলের পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তা ও কৌশলগত শৃঙ্খলার উপরও জোর দিতে শুরু করে ব্রাজিল। অনেক ফুটবল বিশ্লেষক মনে করেন, মারাকানাজোর ধাক্কাই পরবর্তীতে ব্রাজিলকে আরও শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

অঘটনের পর অঘটন বিশ্বকাপের বদলে দেওয়া ম্যাচগুলি

মারাকানা শুধু ১৯৫০ নয়, পরবর্তী সময়েও বহু নাটকীয় ম্যাচের সাক্ষী থেকেছে। ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল, কোপা আমেরিকার একাধিক অঘটন এবং ব্রাজিলের ঘরের মাঠে বড় ম্যাচে ব্যর্থতা বারবার এই স্টেডিয়ামকে আলোচনায় এনেছে। অনেকের মতে, ফেভারিট দলগুলির উপর অতিরিক্ত চাপই এমন ফলের অন্যতম কারণ।

সমর্থকদের বিশ্বাস নাকি নিছক কাকতালীয়?

বহু ব্রাজিলীয় সমর্থক এখনও বিশ্বাস করেন, মারাকানার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের এক অদ্ভুত সম্পর্ক রয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, বড় মঞ্চে অতিরিক্ত প্রত্যাশা ও মানসিক চাপই এসব ঘটনার আসল কারণ। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, 'অভিশাপ' মূলত সমর্থকদের আবেগ থেকেই তৈরি হয়েছে।

পরিসংখ্যান কী বলছে; অভিশপ্তের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে?

পরিসংখ্যান বলছে, মারাকানায় ব্রাজিল অসংখ্য ঐতিহাসিক জয়ও পেয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের সাক্ষী এই স্টেডিয়াম। ফলে শুধুমাত্র কয়েকটি স্মরণীয় পরাজয়ের ভিত্তিতে স্টেডিয়ামকে 'অভিশপ্ত' বলা বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বড় ম্যাচে নাটকীয় ফলাফলের কারণে এই ধারণা আজও জনপ্রিয়।

কেন আজও আলোচনায় মারাকানা স্টেডিয়াম?

মারাকানা শুধুমাত্র একটি স্টেডিয়াম নয়; এটি ফুটবল সংস্কৃতির এক জীবন্ত ইতিহাস। পেলের হাজারতম গোল থেকে শুরু করে বিশ্বকাপের ট্র্যাজেডি;সবকিছুর সাক্ষী এই মাঠ। তাই ফুটবল ইতিহাসে মারাকানার গুরুত্ব কখনও কমবে না।

পরিশেষে বলা যায়, মারাকানা আজও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার দেয়ালে শুধু কংক্রিট নয়;লেখা আছে কান্না, আনন্দ, আশা আর ভাঙনের ইতিহাস। এখানে গোল হয়েছিলখএখানে স্বপ্ন ভেঙেছিলখ এখানে একটি দেশ শিখেছিল হার কীভাবে মানুষকে বদলে দেয়খমারাকানা তাই শুধু একটি স্টেডিয়াম নয়; এটা ফুটবলের সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে ভয়ংকর স্মৃতি। তবে মারাকানা আদৌ অভিশপ্ত কি না, তার নির্দিষ্ট উত্তর হয়তো নেই। তবে এটুকু নিশ্চিত, বিশ্বের খুব কম স্টেডিয়ামই এত আবেগ, ইতিহাস এবং নাটকীয়তার সাক্ষী হয়েছে। তাই ফুটবলপ্রেমীদের কাছে মারাকানা আজও এক রহস্যময়, আবেগঘন এবং কিংবদন্তির নাম।

তথ্যসূত্র

১. মারাকানা স্টেডিয়ামের পরিচিতি ও ইতিহাস
https//www.maracana.net.br/en/history/utm_source=
২. ১৯৫০ বিশ্বকাপ ফাইনাল
https//www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/articles/uruguay-brazil-1950-maracanazoÚutm_source=
৩. উইকিপিডিয়া
৪. ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনাল
https//culturedarm.com/germany-1-0-argentina-an-analysis-o-the-2014-world-cup-final/utm_source=